শয়তানী প্ররোচনাবলী

تحريش الشيطان

মূল উর্দু বক্তব্যঃ
শায়খ মাকসূদুল হাসান আল-ফাইযী
গ্রন্থায়নঃ
জনাব মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস তাহের
অনুবাদঃ
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

বক্ষমাণ পুস্তিকায় আমরা 'শয়তানী প্ররোচনা' সংক্রান্ত বহু তথ্য জানতে পারব। যার মাধ্যমে সে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, মতভেদ তৈরি করে, ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে, গৃহদ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়, গৃহযুদ্ধের জন্য উসকানি দেয়, মারামারি, খুনোখুনি ও যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় ইত্যাদি।

এমনিতে শয়তান সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। তাকে মানুষের শত্রুরূপেই সৃষ্টি ক'রে মানুষের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। অবশ্য সৃষ্টিকর্তা সে ব্যাপারে মানুষকে সতর্কও করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ)) (٢٧) سورة الأعراف

"হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় জড়িত না করে; যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিতনায় জড়িত ক'রে) বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র ক'রে ফেলেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা বিশ্বাস করে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি।" (আ'রাফ ঃ ২৭)

((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)) (٦) سورة فاطر

"শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।" *(ফাত্বির ঃ ৬)*

শয়তানকে যখন অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করা হল, তখন সেও প্রতিজ্ঞা করল যে,

((رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)) (٤٠) سورة الحجر

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপদগামী করলে তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় ক'রে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে অবশ্যই বিপথগামী ক'রে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।" (হিজ্‌র ঃ ৩৯-৪০)

শুরু হল শয়তান ও মানুষের শত্রুতা। মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সে নানা অসীলা ব্যবহার করে।

যেখানেই মানুষের দুর্বলতা থাকে, সেখানেই সে অনুপ্রবেশের ছিদ্রপথ পায়। মানুষের ষড়্‌রিপু ঃ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য হয় এক-একটি তার ছিদ্রপথ। এ ছাড়াও বান্দার মনে শয়তান সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, যাতে তার প্রীতি ও প্রবৃত্তি আছে।

মদ ও জুয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ)) (٩١) سورة المائدة

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে

পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?" (মায়িদাহ ঃ ৯০-৯১)

শয়তান প্রত্যেক মন্দ ও অশ্লীলতার আদেশ দেয়, আদেশ দেয় বিনা ইল্‌মে যাচ্ছেতাই বলতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

((إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)) (١٦٩)

"সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল।" (বাক্বারাহ ঃ ১৬৯)

বেপর্দা নারীর মাধ্যমে সে অশ্লীলতা ও ফিতনা ছড়িয়ে দেয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ).

"মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে।" *(তিরমিযী ১১৭৩, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

ইসলাম নিষেধ করেছে নারী-পুরুষের একাকিত্ব বা নির্জনতা অবলম্বন করতে। কারণ শয়তান তাতে সুযোগ গ্রহণ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا).

"যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

"তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" আমরা বললাম, 'আর আপনারও রক্ত-শিরায়?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও রক্ত-শিরায়। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলেই আমি নিরাপদে থাকি।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

একে যৌন-উসকানি বা যৌন-সুড়সুড়ি দেওয়া বলে। অনুরূপ যৌন ইঙ্গিত করা বা যৌন উত্যক্ত করাকে আরবীতে 'আত্-তাহরীশুল জিনসী' বলা হয়।

শয়তানের কাজই হল, মানুষকে বিপদগামী ও ভ্রষ্ট করা। দ্বীন ও তওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত করা।

ইয়ায বিন হিমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ খুতবা দিয়ে বললেন,

«أَلاَ إِنَّ رَبِّى أَمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ، وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِى مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا».

"শোনো! নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন যে, তিনি আমাকে আজকের দিন যা শিখিয়েছেন, তা হতে আমি তোমাদেরকে তা শিক্ষা দিই, যা তোমাদের অজানা। (তিনি বলেছেন,) প্রত্যেক সেই সম্পদ যা আমি কোন বান্দাকে দান করেছি, তা তার জন্য হালাল। (সে নিজে তা হারাম করতে পারে না।) নিশ্চয় আমি আমার সকল বান্দাগণকে একনিষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তানদল এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন হতে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের জন্য তা হারাম করেছে, যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছি এবং তাদেরকে আদেশ করেছে, যাতে তারা সেই জিনিসকে আমার সাথে শরীক করে, যার কোন প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি।" (মুসলিম ৭৩৮৬নং)

এ ছাড়া মুসলিমকে বিদআতে আলিপ্ত করা, আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেওয়া, তার ইবাদত নষ্ট করা,

নামাযীর সামনে বেয়ে অতিক্রম করিয়ে নামাযীর নামায নষ্ট করা তারই কাজ।

মানুষকে শারীরিক ও মানসিক কষ্টদান করে শয়তান।

বাতিলকে সুশোভিত ক'রে প্রদর্শন করে শয়তান।

মানব-মনে অতিরঞ্জন ও অবহেলা সৃষ্টি করে শয়তান।

তার আমলে শিথিলতা, দীর্ঘসূত্রতা ও অলসতা সৃষ্টি করে শয়তান।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও আশাদান করে শয়তান।

মানুষের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষিতা প্রকাশ অসহায় অবস্থায় বর্জন করে শয়তান।

মানুষকে তার উপকারী জিনিস ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ শয়তানের।

মু'মিনদেরকে তার বন্ধুবান্ধবের ভীতি-প্রদর্শন করার কাজ তারই।

মানুষের হৃদয়ে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় প্রক্ষেপ করার কাজ তারই।

যাদু সংঘটনের কাজ সেই করে, বিষয়াসক্তি সৃষ্টি সেই করে, গান-বাজনার মাধ্যমে মানুষের মনে ঔদাস্য সৃষ্টি সেই করে এবং ঘুঙুর বা ঘন্টি তার বাঁশী।

মুসলিমদের মনে আনুগত্যের অবহেলা সেই নিয়ে আসে এবং কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার মাধ্যমে ফিতনা, ফাসাদ, পাপ ও যুদ্ধ সেই ঘটায়। তার এ সকল কাজ

ও অসীলার সবিস্তার আলোচনার জন্য 'জ্বিন-জগৎ' বইটি পড়ার অনুরোধ রইল।

বর্তমানের মানুষে-মানুষে, আলেমে-আলেমে, দলে-দলে, জামাআতে-জামাআতের যে দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, তারই ব্যথা ও বেদনা নিয়ে শায়খের বক্তৃতার লিখিত রূপ এই বই।

সমব্যথা মনে নিয়ে অনুবাদ করলাম। মহান আল্লাহ বক্তা, লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠককে যেন সকল প্রকার 'শয়তানী প্ররোচনাবলী' থেকে সুরক্ষিত রাখেন। আমীন।

বিনীত----
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৫/ ১/ ১৪৪৩হিঃ, ২৩/৮/২০২১খ্রিঃ

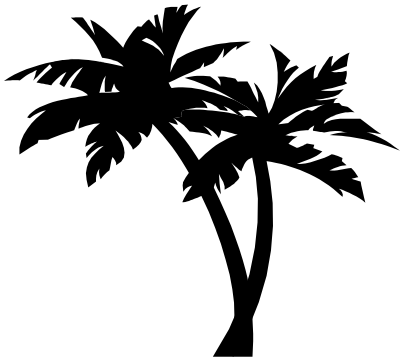

সূচিপত্র

- শুরুর কথা ১
- শয়তান মুসলিমদের মাঝে উস্কানি দিতে সফল হবে ৮
- হাদীসের ভাবার্থ ১২
- শয়তানী চক্রান্তের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের সতর্কবাণী ১৭
- শয়তানের পদাঙ্কাবলী ২০
- শয়তানী প্ররোচনার ক্ষেত্র ও ময়দানসমূহ ২৫

১। দুটি মুসলিম জামাআতের মাঝে প্ররোচনা ২৫
২। দুই বন্ধুর মাঝে প্ররোচনা ২৬
৩। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্ররোচনা ২৭
৪। দুই ভাইয়ের মাঝে প্ররোচনা ২৮
৫। পিতা-পুত্রের মাঝে প্ররোচনা ২৯
৬। নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে প্ররোচনা ৩০

- শয়তানী প্ররোচনার নানা রূপ ৩২

১। জাতীয় বা বংশীয় অন্ধ পক্ষপাতিত্বের আওয়াজ উঁচু করা ৩২
২। জাহেলী সভ্যতা নিয়ে গর্ব করা এবং তা উজ্জীবিত করা ৩৫
৩। হিংসার আগুন প্রজ্বালিত করা ৩৭
৪। রাগ করা ৩৯
৫। নেতৃত্ব ও পদের লোভ করা ৪২
৬। আত্মমুগ্ধতা ও আত্মতৃপ্তি ৪৪
৭। অহংকার ও দাম্ভিকতা ৪৬
৮। অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ৪৮
৯। মুখ্য ও গৌণ বিষয়ে পার্থক্য না করা ৪৯
১০। পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ৫৩

শুরুর কথা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا))

"হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (নিসা ঃ ১)

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ))

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" *(আলে ইমরান) ১০২)*

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)).

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (আহযাব ঃ ৭০-৭১)

أما بعد:

মৌলিকভাবে ইসলামী সমাজ দুনিয়ার সকল সমাজ অপেক্ষা কয়েক দিক থেকে ভিন্ন এবং সকল সমাজ থেকে শ্রেষ্ঠ। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, ইসলামী সমাজ ইলাহী ওয়াহীর উপর ভিত্তি ক'রে প্রতিষ্ঠিত। বলাবাহুল্য, একজন মুসলিম স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইলাহী ওয়াহীর অনুবর্তী হয়।

এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তামীম বিন আওস দারী ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ বললেন,

((الدِّينُ النَّصِيحةُ)).

"দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।"

আমরা বললাম, 'কার জন্য?'

তিনি বললেন,

((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)).

"আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য। *(মুসলিম ২০৫, আবূ দাউদ ৪৯৪৪, তিরমিযী ১৯২৬, নাসাঈ ৪১৯৭নং)*

এই হল সেই বুনিয়াদ, যার উপর ইসলামী সমাজের ইমারত কায়েম আছে। আর এটি এমন একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোন সমাজের ভিতরে পাওয়া যায় না।

এই নসীহত বা কল্যাণকামনা (শুভাকাঙ্ক্ষিতা)র দাবী এই যে, ইসলামী সমাজে জামাআতবদ্ধতা কায়েম থাকবে। তার প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখবে। নিজের ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। নিজ সমাজে নিরাপত্তাহীনতা, নোংরামি ও অশান্তিকে স্থান দেবে না। সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পরার্থপরতা ও আত্মত্যাগের স্পৃহা বহাল থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ] {آل عمران:١٠٣}

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (দ্বীন বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।" *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য ৩টি কাজ পছন্দ করেন এবং ৩টি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এই পছন্দ করেন যে,

(১) তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না,

(২) সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন বা দ্বীন)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং

(৩) আল্লাহ তোমাদের উপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর।

আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন,

(১) ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা),

(২) অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং

(৩) ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে।" *(মুসলিম ৪৫৭৮, আল-আদাবুল মুফরাদ ৪৪২নং, আহমাদ ২/৩৬৭)*

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত, আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً ، المسْلِمُ أَخُو المسْلم : لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلا يَخْقِرُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا – وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتً – بحَسْب امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحقِرَ أَخَاهُ المسْلِمَ ، كُلُّ المسْلم عَلَى المسْلم حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)).

"তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিয়ো না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম ৬৭০৬নং, আহমাদ ২/২৭৭)*

এ হল ইসলামী সমাজের বাঞ্ছিত কর্মাবলী। এ সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা ও একে-অপরের প্রতি ভরসার পরিবেশ ব্যাপক থাকে। এই জন্য প্রত্যেক সেই জিনিস, যা তাতে ত্রুটি আনয়ন করে, তাকেই ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অতএব গীবত, চুগলি, হিংসা, কুধারণা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ইত্যাদি ইত্যাদি এমন প্রত্যেক কর্মকে ইসলাম নিষেধ করেছে, যা এই সামাজিক-সম্পর্কের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে।

তাছাড়া যেহেতু এই সকল মন্দ কার্যগুলির পশ্চাতে, যেখানে মানুষের নিজস্ব মন্দপ্রবণ আত্মার ভূমিকা রয়েছে, সেখানে এ ব্যাপারে অভিশপ্ত শয়তানও বড় ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। বরং এটা শয়তানের নেহাতই এমন প্রিয় কর্ম যে, যার দ্বারা মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল তৈরি করে। এই জন্য মহান আল্লাহ বড় তাকীদের ভঙ্গিতে মুসলিমদেরকে শয়তানের চক্রান্তের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন,

((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)) (٦) سورة فاطر

"শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।" *(ফাত্বির ৫ ৬)*

অন্য এক স্থানে তিনি বলেছেন,

[وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا] {الإسراء:٥٣}

"আমার দাসদেরকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৩)

শয়তানের উক্ত চক্রান্ত সম্বন্ধে সতর্ক করতে গিয়ে নিজ জীবনের সবচেয়ে বড় সমাবেশে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ،

وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ).

"নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে (এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে,) সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে (উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত করতে সফল হবে।)" *(মুসলিম ৭২৮ ১নং, আহমাদ ৩/৩১৬)*

আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ নববী সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা---আর বিশেষ ক'রে যাদেরকে দ্বীনদার বলে গণ্য করা হয়, তারা---জান্তে বা অজান্তে শয়তানের প্ররোচনা ও উস্কানির শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছে; যার সাক্ষী আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি। আর সবচেয়ে বেশি আফসোস হয় এই কথা মনে ক'রে যে, লোকেরা এটা ভাবতেও প্রস্তুত নয় যে, এ সব কিছু বিতাড়িত শয়তানের উস্কানি ও চক্রান্তে সংঘটিত হচ্ছে।

সমাজের এই মন্দ দিকটিকে অনুভব ক'রে উল্লিখিত হাদীসকে নিয়ে নিজ চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে যা কিছু সংশোধনী দিক আমার সামনে এসেছে, আমি তা পাঠকবৃন্দের কাছে পেশ করছি।

প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তিকা আসলে আমার সেই বক্তৃতার লিখিত রূপ, যা আমি জুমআর দিন ১০ মার্চ ২০১৭ সালে রিয়াযের এক হলঘরে আমার নিজ স্বভাষীর উলামা, ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্র এবং বাছাই করা কিছু দাঈদের মাঝে পেশ করেছি। সেই সময় উপস্থিত উলামাগণ এই বক্তব্যটিকে পছন্দ করেন এবং এটাকে লিখিত রূপ দান করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছু অসুবিধার কারণে লিখিত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এরই মধ্যে আমার এক অতি প্রিয় ভাই ওয়াক্কাস তাহের সাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি এই বক্তব্যকে লিখিত রূপদান করবেন এইভাবে যে, প্রথমে

তিনি কপি ক'রে আমার সামনে পেশ করবেন। অতঃপর তাতে যা সংযোজন-বিয়োজন করার থাকে, আমি তা ক'রে দেব। যাতে তা পুস্তিকার আকারে মানুষের মাঝে প্রচার করা সম্ভব হয়। সুতরাং তিনি এবং তাঁর নেক সহধর্মিণী উম্মে হুদা (সাল্লামাহাল্লাহ), বর্তমানে তাঁরা জিদ্দার বাসিন্দা, বড় মেহনত ক'রে ভিডিও থেকে বক্তব্যকে লিখে উদ্ধৃত করেন। কিছু হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাখরীজ ক'রে তিনি নিজেই কম্পোজ ক'রে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন।

ব্যস্ততা ও অলসতার কারণে সত্বর তাতে চোখ বুলাতে পারিনি। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব ও দুইজন প্রিয় ব্যক্তির প্রচেষ্টার কদর ক'রে সম্পাদনার জন্য কলম ধরলাম। কিছু কথা, যা বক্তৃতায় চলে, কিন্তু রচনায় শোভনীয় নয়, তা বাদ দিয়ে দিলাম। কিছু এমন কথা, যা বক্তৃতার সাথে শোভনীয় ছিল এবং সময় স্বল্পতার জন্য উল্লেখ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি, অবশ্য আমার নোটে বর্তমান ছিল, তা সংযোজন ক'রে দিলাম। কিছু এমন কথা, যা বক্তব্যে কেবল তার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে অতিক্রম ক'রে গেছি, তা কিছুটা বিশদাকারে উল্লেখ ক'রে দিলাম। কিছু আয়াত ও হাদীস, যার কেবল অনুবাদ উল্লিখিত ছিল, তা কুরআন ও হাদীসের পবিত্রতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাণীর বর্কত অর্জনের নিয়তে সে সবের মূল বাক্য লিখে দিলাম; যাতে উলামাগণ তার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ আমার স্নেহভাজন ক্বারী আব্দুর রহমান যিয়া কাযী এবং তার সঙ্গীদেরকে নেক বদলা দান করুন, যারা এই প্রোগ্রামের মূল উদ্যোক্তা ছিল, তারাও তাদের বন্ধু ও সাথী ওয়াক্কাস তাহেরের এই প্রচেষ্টায় খুশী হল এবং নিজেরাই এই পুস্তিকা ছেপে বিতরণ করতে প্রস্তুত আছে, সে কথা প্রকাশ করল। মহান আল্লাহ ঐ সকল প্রিয় মানুষদের প্রয়াসকে কবুল করুন। [১]

---

(১) এই পুস্তিকা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে বিলকুল শেষ স্তরে ছিল, মোম্বাইয়ের জামেআহ রাহমানিয়্যাহ কান্দিওলী থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'স্বওতুল ইসলাম' জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর দুই সংখ্যা এক সাথে আমার হস্তগত হল। তার সূচিপত্রে দৃষ্টিপাত করতেই দেখলাম, আমার নামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের ২ কিস্তি 'শয়তানের প্ররোচনা, কারণ ও চিকিৎসা' শিরোনামে রয়েছে। প্রবন্ধের আরো কিস্তি আসা বাকি আছে। এর কাহিনী এই যে, ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে উক্ত জামেআর হেড আমার শ্রদ্ধেয় ভাই ক্বারী নাজমুল হাসানের সাথে জামেআহ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে জামেআর শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মুখে উক্ত বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলাম। যেটাকে উক্ত জামেআর প্রতিভাধর ছাত্র মুহাম্মাদ

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

মাকসূদুল হাসান ফাইযী
আল-গাত্ব, সঊদী আরব
২রা রজব ১৪৪০হিঃ

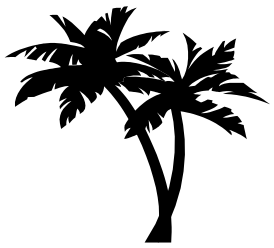

আজমাল আইনুল হাসান লিখিত রূপ দান করে। উক্ত প্রতিভাবান ছাত্রের সেই প্রচেষ্টা মর্যাদাযোগ্য ও প্রশংসনীয় ছিল। যদি এই পুস্তিকা বিন্যস্ত হওয়ার পূর্বেই উক্ত প্রবন্ধ আমার হস্তগত হতো, তাহলে সম্ভবতঃ আমি নিজের সময় এতে ব্যয় করতাম না।

শয়তান মুসলিমদের মাঝে উস্কানি দিতে সফল হবে

সম্মানিত উলামায়ে কিরাম ও স্নেহভাজন ছাত্রগণ!

আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

উক্ত (শিরোনামের) বাক্য, যা আপনাদের সামনে কাগজের উপর লেখা আছে, তা নববী হাদীসের একটি টুকরা।

((وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ))

উক্ত বাক্যাংশ যে হাদীসের একটি টুকরা, সে হাদীস শব্দাবলীর কিঞ্চিৎ ফারাকের সাথে প্রায় দেড় ডজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। যার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-এর। যে হাদীসকে ইমাম মুসলিম (রাহিমহুল্লাহ) নিজ সহীহতে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমহুল্লাহ) নিজ মুসনাদে এবং ইমাম তিরমিযী (রাহিমহুল্লাহ) নিজ সুনানে উদ্ধৃত করেছেন।

উক্ত হাদীস নবী করীম ﷺ-এর বিদায়ী হজ্জের সেই ভাষণের একটি অংশ, যা তিনি নিজ জীবনের সবচেয়ে বিশাল সমাবেশে প্রদান করেছিলেন। উক্ত সমাবেশে সকল উপস্থিতি এবং তাঁদের মাধ্যমে দুনিয়ার সকল মুসলমানকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলেছিলেন, "হে লোক সকল!

((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ)) .

"নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে সে তাদের মাঝে উস্কানি দিতে নিরাশ নয়।" *(মুসলিম ৭২৮১, তিরমিযী ১৯৩৭নং, আহমাদ ৩/৩১৬)*

হাদীসে উল্লিখিত 'তাহরীশ' শব্দটি আরবী ভাষার একটি সুপরিচিত শব্দ। এর মৌলিক আভিধানিক অর্থ হল, অমসৃণতা, অচিক্কণতা, কর্কশ, খরখরে বা খসখসে ভাব ইত্যাদি। তবে এখানে 'তাহরীশ' শব্দটি উস্কানি দেওয়া, প্ররোচনা দেওয়া, উত্তেজিত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আসল অর্থের সাথে (আমার আলোচ্য বিষয়ের) সম্পর্ক এইভাবে হয় যে, যখন দুটি মানুষের মাঝে অথবা দুই ভাইয়ের মাঝে কোন মতবিরোধ তৈরি হয়,

তখন উভয়ের হৃদয়ে স্বচ্ছতা অবশিষ্ট থাকে না। তাতে একে অপরের ব্যাপারে ধুলো-ময়লা এসে যায়। যেন শয়তান দুই ভাইয়ের হৃদয়কে একে-অপরের জন্য পরিষ্কার ও নির্মল থাকতে দেয় না। (মসৃণ ও চিক্কণ হৃদয়কে খরখরে বা খসখসে ক'রে ফেলে।)

অনুরূপ সাধারণ লোকেদের মাঝে প্রচলিত ভাষায়ও উক্ত শব্দের অনুবাদ করা যেতে পারে। লোকে বলে 'পিন মারা।'[২] অর্থাৎ দুই ভাইয়ের মনে একে-অন্যের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা প্রক্ষিপ্ত করা। (অথবা ভুল ধারণাকে প্রবর্ধন করা।)

সুতরাং উক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ হল, গোপনে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা। তাদের আপোসে মতভেদ সৃষ্টি করা। একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। একজনের মনে অপরজনের বিরুদ্ধে কুধারণা সৃষ্টি করা। একজনের বিরুদ্ধে অন্য জনের মনে হিংসা সৃষ্টি করা। (একজনকে অপর জনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, ক্ষেপিয়ে দেওয়া, তাদের আপোসে বিবাদ লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।)

মোটকথা, যে শব্দেই ইচ্ছা আপনারা উক্ত অর্থ প্রকাশ করুন। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য হল, একজন মুসলিমের হৃদয় অপরজন মুসলিমের ব্যাপারে পরিষ্কার না থাকা।

সাথী ভ্রাতৃগণ! এই হাদীস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অবশ্য যেহেতু আপনারা উলামা, আপনারা দাঈ ও মুবাল্লিগ, আর আপনাদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। সেহেতু আপনাদের সম্মুখে এই হাদীস সম্পর্কিত কিছু বুনিয়াদী ও মৌলিক কথা পেশ করছি।

১। প্রথম কথা এই যে, এই হাদীসের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা এবং তাতে উল্লিখিত শব্দাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হোক।

২। দ্বিতীয় কথা এই যে, শয়তান আমাদের মাঝে ও আমাদের ভাইদের মাঝে যে 'প্ররোচনা' চালিয়ে থাকে, তার ক্ষেত্র ও ময়দানগুলি কী কী?

---

(২) কেরোসিন চালিত স্টোভ বা হ্যাজাক দুর্বল থাকলে ঠিকমতো তেল পাস করানোর জন্য লোহার পিনের খোঁচা মেরে তেলের লাইনে জমা ময়লা পরিষ্কার ক'রে জোরদার করা হয়। সেই থেকেই দুই ব্যক্তির মাঝে মনোমালিন্য বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে 'পিন মারা' বলা হয়। অনুরূপ খড়, পাতা, কাঠ বা কয়লার চুলোর আগুন বাড়ানোর জন্য একটি কাঠি ব্যবহার করা হয়, যাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'উসকাঠি' বলা হয়। তা দিয়ে উসকানি দিয়েই আগুন দ্বিগুণ করা হয়। (অনুবাদক)

৩। তৃতীয় কথা, যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য, তা এই যে, উসকানি দেওয়ার জন্য বিতাড়িত শয়তান কোন্ কোন্ পদ্ধতি ও পথ ব্যবহার ক'রে থাকে?

সম্মানিত ভ্রাতৃগণ! বর্তমানে যখন মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক বিবাদের বড় জোর রয়েছে, একে অন্যের বিরুদ্ধে হিংসা, কুধারণা ও ঘৃণা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, তখন আমি চাই, আমাদের দাঈ, মুবাল্লিগ ও আহলে ইল্ম মহাশয়গণ নবী করীম ﷺ-এর উক্ত অসিয়তের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করুন। কেননা, একটি কথা সর্বদা মস্তিষ্কে রাখা দরকার যে, উক্ত হাদীস এবং উক্ত প্রকার যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কেবল বিবৃতি দেওয়া, ভবিষ্যৎ বাণী করা এবং কেবল আমাদের ইল্মে সংযোজন করা নয়; বরং উক্ত হাদীসগুলির আসল উদ্দেশ্য সাবধান ও সতর্ক করা। দলীল স্বরূপ আমি আপনাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করছি, তা মন দিয়ে শুনুন।

সুনানে আবূ দাউদ প্রভৃতি একাধিক হাদীসগ্রন্থে একাধিক সাহাবা; যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র, আমীর মুআবিয়া এবং আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যার ভাবার্থ এই যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদীরা একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টানরা বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" *(আবূ দাউদ ৪৫৯৬, তিরমিযী ২৬৪০, ইবনে মাজাহ ৩৯৯১নং, আহমাদ ১৪/১২৪, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার যে, এই নববী বাণী কেবল ঘটনার বিবরণ দেওয়ার জন্য নয়। যেমন আমাদের কিছু ভাই নিরাশ ভঙ্গিমায় এই কথা বলে দেন যে, যখন আল্লাহর নবী ﷺ উম্মতের দলেদলে বিভক্ত হওয়ার কথা ভবিষ্যৎ বাণী ক'রে গেছেন, তখন তা তো হবেই। এখন আমরা কী করতে পারি?

অথচ নবী করীম ﷺ-এর বাণীর উদ্দেশ্য মোটেই এই নয় যে, আমরা তাতে সম্মত হব এবং সেই ফির্কাবন্দিকে কবুল ক'রে নিয়ে আমরা তাতে শরীক হয়ে যাব। বরং তাঁর বাণীর উদ্দেশ্য হল সতর্ক ও সাবধান করা এবং এই নির্দেশনা দেওয়া যে, দেখো! তোমরা নিজেদেরকে উক্ত অসদাচরণে বিজড়িত করো না। বরং যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো।

কেননা নবী করীম ﷺ উম্মতকে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন এবং মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন। বরং তিনি নিজেই উক্ত হাদীসে সেই সকল ফির্কার আলামত বলে দিয়েছেন। উক্ত দলাদলির কারণ বলেছেন প্রবৃত্তিপূজা ও খেয়ালখুশির আনুগত্য। সুতরাং তিনি উক্ত ফির্কাগুলির লক্ষণ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

« وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ ».

"আমার উম্মতের কয়েকটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের মাঝে ঐ খেয়াল-খুশী প্রতিক্রিয়াশীল হবে, যেমন কুকুরে কামড় দেওয়া লোকের ভিতরে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিক্রিয়াশীল হয়। প্রত্যেক শিরা-উপশিরা ও জোড়ে-জোড়ে তা প্রবেশ করে।" *(আবূ দাউদ ৪৫৯৯, হাকেম ৪৪৩, ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৪৯নং)*

অনুরূপভাবে আমাদের সামনের হাদীস, যাতে নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ)) .

"নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে (এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে,) সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে (উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত করতে সফল হবে।)" *(মুসলিম ৭২৮১নং, আহমাদ ৩/৩১৬)*

এই হাদীস থেকেও তাঁর উদ্দেশ্য, শয়তানের উসকানির ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করা যে, শয়তানী প্ররোচনার যে কোন হতে পারে, তার ব্যাপারে সাধারণভাবে সকল মুসলমান, বিশেষভাবে তালেবে ইল্‌ম ও দাঈ এবং আরো বিশেষ ক'রে উলামায়ে কিরামকে সতর্ক থাকতে হবে। কখনো এমন না হয় যে, জানতে বা অজানতে তাঁরা উক্ত প্ররোচনার শিকার না হয়ে যান।

আসলে বলার উদ্দেশ্য হল, উক্ত হাদীসের মূল উদ্দেশ্য, (শয়তানী প্ররোচনার ব্যাপারে উম্মতকে) সতর্ক ও সাবধান করা।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! এবারে আমরা বিষয়টির প্রথম অংশের দিকে আসি। অর্থাৎ, আলোচ্য হাদীসের মানে ও ভাবার্থের দিকে। আসুন! এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করি।

হাদীসের ভাবার্থ

উক্ত হাদীসের দুটি অংশ আছে।

প্রথম হল, "নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।"

আর দ্বিতীয় অংশ হল, "কিন্তু সে তাদের মধ্যে উস্কানি দেওয়ার ব্যাপারে সফল।"

উক্ত হাদীসে শয়তানের নিরাশ হওয়ার অর্থ কী? এই নিরাশা কি বাস্তবে সত্যিসত্যিই হবে? নাকি তা কেবল তার মনের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে?

এ সবের উত্তর প্রণিধানযোগ্য।

উলামাগণ উক্ত বাক্যের একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। তবে সবচেয়ে উত্তম হল দুটি অর্থ।

প্রথম এই যে, শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, নামাযীরা তার ইবাদত করবে অথবা নামাযীরা তার ইবাদতে জড়িত হয়ে পড়বে, এ কথার অর্থ কী?

আসল ঘটনা এই যে, মক্কা বিজয়ের সময় শয়তান যখন দেখল, লোকেরা দলেদলে ইসলামে প্রবেশ করছে, তখন তার মধ্যে নিরাশার সৃষ্টি হল যে, সম্ভবতঃ আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের উপর কম-সে-কম আকীদার ব্যাপারে আমাদের জোর খাটবে না। এরপর আমরা তাদেরকে শির্কে নিমজ্জিত করতে পারব না। এরপর আমরা তাদেরকে পুনরায় কুফরীর উপত্যকায় ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারব না। কিন্তু যে বিষয় থেকে শয়তান নিরাশ হয়নি, সে ব্যাপারে সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যেমন সে মানব-সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মহান আল্লাহর সামনেই এই ওয়াদা ক'রে নিয়েছিল যে,

[ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ] {الأعراف:١٧}

"অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসব এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।" (আ'রাফ ঃ ১৭)

বলার উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান যখন মুসলিমদের সাফল্য লক্ষ্য করল, তখন সে এ ব্যাপারে তো নিরাশ হয়ে গেল যে, আরব উপদ্বীপে আর তার পূজা হবে

না। এই উপদ্বীপে আর শির্ক ঘটবে না। আর পুনরায় এ উপদ্বীপবাসী কুফরীতে ফিরে যাবে না। কিন্তু একটি বিষয় থেকে সে নিরাশ হলো না। কী বিষয় সেটা?

সেটা হল 'তাদের মাঝে প্ররোচনা দেওয়ার বিষয়।' অর্থাৎ, তাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করার ব্যাপারে, তাদের মাঝে কলহ-বিবাদ ও লড়াই বাধিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সে নিরাশ হলো না।

স্পষ্টতঃ এখানে কেবল তার নিরাশ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। বাকি শির্ক ও কুফরও যে ঘটবে, সে কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয় অর্থ উলামাগণ এই উল্লেখ করেছেন যে, কার্যতই এমনটা হবে যে, এখন থেকে আরব উপদ্বীপে সেই ধরনের মূর্তিপূজা ছড়াবে না, যেভাবে ইসলামের পূর্বে ছিল। বরং তওহীদ ও ইসলাম আরব উপদ্বীপে অবশিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ, আধিপত্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলমানদের থাকবে। তবে এ কথা ভিন্ন যে, উম্মতের কিছু লোকেরা শির্ক ও কুফরীতে জড়িয়ে পড়বে; যেমন নিম্নোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়।

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ ».

"ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন পর্যন্ত না দাওস গোত্রের মহিলাদের নিতম্ব যুল-খালাস্বাহ (মূর্তির) চারিপাশে দোলায়িত হয়েছে।" *(বুখারী ৭১১৬, মুসলিম ৭৪৮-২নং, আহমাদ ২/২১৭)*

যুল-খালাস্বাহ ইয়ামান ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত (বর্তমানে সঊদিয়ার অধীনস্থ) তাবালাহ নামক একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তির নাম। উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আরব উপদ্বীপের কিছু লোক মূর্তিপূজায় ফিরে যাবে।

এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, আহলে ইল্মগণ বলেন, উক্ত হাদীসে বিশেষভাবে নামাযীদের উল্লেখ রয়েছে। "নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযীরা তার পূজা করবে।"

এই বিশেষত্বে দুটি বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত উদ্দিষ্ট ঃ-

এক ঃ উক্ত বাক্যে নামাযের গুরুত্ব এবং ইসলামে নামাযের মর্যাদা অনুমিত হয়।

দুই ঃ বান্দা যদি প্রকৃত নামাযী হয় এবং সে নিয়মিত সেইভাবে নামায পড়ে,

যেভাবে পড়া উচিত, তাহলে তার উপর শয়তানের জোর খাটবে না এবং তাকে শির্ক ও কুফরীতে ফেলতে পারবে না। তবে তার মাঝে ও তার ভাইয়ের মাঝে উসকানি দিতে পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযকে ঈমান ও শির্কের মাঝে পার্থক্যকারী জিনিসরূপে নির্ধারণ করেছেন।

তিনি বলেছেন,

((لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ)).

"বান্দা ও শির্কে (পড়া)র মাঝে অন্তরায় কেবল নামাযত্যাগ। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করল, সে মুশরিক হয়ে গেল।" *(নাসাঈ ৪৬৪, ইবনে মাজাহ ১০৮৬, দারেমী ১২৬৯, সঃ তারগীব ১/৩৬৭-৩৬৮)*

বর্তমানে এটা প্রত্যেকের লক্ষণীয় যে, সৎ লোক, দ্বীনের প্রচারক, দ্বীনী শিক্ষক এবং সরল পথের পথিক মুসলমানের দিকে শয়তানের অভিমুখ অধিক। তারাই অধিক হারে তার প্ররোচনার শিকার হয়ে থাকে। এই কারণেই হিংসা, বিদ্বেষ এবং আপোসের মধ্যে বিবাদের বাজার উক্ত লোকেদের মাঝে গরম থাকে। যা অন্য লোকেদের মাঝে কমই দেখা যায়।

'জ্ঞানীদের কী বলার আছে, প্রতি কথাতেই লড়াই করে,
পাগল থেকে পাগল বোধ হয় তেমন লড়াই লড়ে না।'

একই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন, একই মসজিদে দু'জনে নামায পড়েন, একই মানহাজের দাঈ ও মুবাল্লিগ, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে উভয়ের হৃদয়ের মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকে।

'মনের দূরত্ব আজব দূরত্ব হে সংস্কারক!
ওরা সহমত অবলম্বন করতে পারল না, বসার সাথী রয়ে গেল।'

হাদীসের দ্বিতীয় অংশ ঃ "কিন্তু সে তাদের মধ্যে উস্কানি দেওয়ার ব্যাপারে সফল।"

সাথী ভ্রাতৃগণ! কোন কোন হাদীসে এ ক্ষেত্রে অন্য এক শব্দ এসেছে। আমাদের উচিত, সেটা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করা। মুস্তাদরাক হাকেম গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ-

«إنَّ الشيطانَ قد يَئِسَ أن يُعْبَدَ في أرضِكُم ولكنْ رَضِيَ أن يُطاع فيما سوى ذلك ممَّا تَحاقرُون من أعمالكم فاحذروا، إني تَرَكتُ فيكم ما إن تَمسَّكْتُم به فَلَنْ تضلوا أبداً كتابَ الله وسُنةَ نبيّه»،

"শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মকে অবজ্ঞা কর, তাতে তার আনুগত্য করা হবে---এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)।" *(হাকেম ৩১৮, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে তো সে নিরাশ হয়েছে যে, তোমাদেরকে শির্কে পতিত করবে। কিন্তু সেই সকল কর্মাবলী, যাকে তোমরা তুচ্ছজ্ঞান করবে, তাতে পতিত করার ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট।

কিছু উলামা বলেছেন, প্ররোচিত হওয়া ও পাপকে তুচ্ছজ্ঞান করার ভাবগত অর্থ একই। আর তা এইভাবে যে, শয়তান এ কথা বুঝে গেছে যে, তোমরা শির্কে পতিত হবে না, কুফরীও করবে না, কিন্তু এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা, তার গীবত বা চুগলী করা, তার প্রতি অন্তরে হিংসা রাখা ইত্যাদি এমন কর্ম, যাকে তোমরা তুচ্ছজ্ঞান করবে। অথচ ঐ সকল কর্মের মাধ্যমেই শয়তান তোমাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করবে। আর এতে তোমরা ধ্বংস ও সর্বনাশিতার শিকার হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। যাতে বলা হয়েছে,

((وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُونِ ذَلِكَ بِالْمُحَقَّرَاتِ، وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

"কিন্তু সে এ (শির্ক) ছাড়া তোমাদের তুচ্ছজ্ঞানকৃত পাপ নিয়ে তুষ্ট। আর তা হবে কিয়ামতের দিন সর্বনাশী।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭২৬৩, আবূ য়্যা'লা ৫১২২, হুমাইদী ৯৮নং)*

এই সকল হাদীস থেকে জানা গেল যে, মুসলমান---বিশেষ ক'রে খাঁটি ও নামাযী মুসলমানদের মাঝে শয়তানী প্ররোচনা দুই শ্রেণীর হবে ঃ-

১। তাদের আপোসের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে এবং এককে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে।

২। এমন এমন পাপে লিপ্ত করবে, যাকে তারা নগণ্য মনে করবে।

আর এটাও হতে পারে যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সকল পাপ নগণ্য হবে না, কিন্তু

লোকেরা তার কদর্যতার প্রতি ধ্যান না দিয়ে নিঃসঙ্কোচে তাতে লিপ্ত হবে।

পরন্তু এটাও হতে পারে যে, উক্ত দুই শ্রেণীর প্ররোচনা একই। আর তা এইভাবে যে, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও লড়াই-ঝগড়াকে লোকেরা নগণ্য ধারণা করবে। আপোসের মতবিরোধ ও তার কারণসমূহের প্রতি ধ্যান দেবে না। যার ফলে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়ে যাবে।

সাথী ভ্রাতৃগণ! এখন আপনারা এ কথা ভালোভাবে বুঝে গেছেন যে, শয়তান নিরাশ তো হয়েছে, কিন্তু তার নিরাশা সেই সব লোকেদের ক্ষেত্রে, যারা সঠিকার্থে মুসলমান, অর্থাৎ নামাযী মুসলমান। এই জন্য খেয়াল রাখা দরকার যে, এক ব্যক্তি নামাযী হওয়া সত্ত্বেও যদি নিজ মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ মনের মধ্যে পুষে রাখে, তাহলে তার অর্থ এই যে, সে শয়তানী প্ররোচনার শিকার হয়ে গেছে।

শয়তানী চক্রান্তের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের সতর্কবাণী

এই কারণেই কুরআন ও হাদীসে বিতাড়িত শয়তানের চক্রান্তসমূহের ব্যাপারে বড় তাকীদের ভঙ্গিতে মু'মিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] {النور:٢١}

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারত না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র ক'রে থাকেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (নূর ঃ ২১)

তিনি আরো বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ] {البقرة:٢٠٨}

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (বাক্বারাহ ঃ ২০৮)

এখানে একটি কথা ভাববার বিষয় যে, ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করার সাথে শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ না করার কী সম্পর্ক রয়েছে?

এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ হল, আমরা এ কথা ভালোরূপে অবগত আছি যে, ইসলাম কেবল ফরয কর্মসমূহ সম্পাদন করার নাম নয়। কেবল ইবাদত করার নাম নয়। কেবল নিজের আকীদা সংশোধন করার সাথেই তার সম্পর্ক নয়। বরং আমি তো এ কথা বলি যে, ইসলাম চারটি মৌলিক বিষয়ের সমষ্টির নাম। আকীদা, ইবাদত, লেনদেন ও সচ্চরিত্রতা। এই চারটি বিষয় ইসলামের অংশ। আর এ পৃথিবীতে যে নবীই এসেছেন, তিনিই উক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে

আহবান করেছেন।

বলা বাহুল্য, হযরত শুআইব ﷺ আকীদা ও ইবাদতের সাথে লেনদেনের সংশুদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।

হযরত লূত ﷺ (তওহীদের সাথে) চরিত্রের সংশুদ্ধির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। যেমন এ কথার উল্লেখ কুরআনে বর্তমান রয়েছে।

নবীগণের দাওয়াতে কেবল আকীদার সংশুদ্ধি ছিল না। বরং অন্যান্য আমলের প্রতি দাওয়াত ও তার সংশুদ্ধিও শামিল ছিল। আচার-ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাহলে ইসলাম পূর্ণ কখন হয়?

যখন বান্দা উক্ত চারটি বিষয়কে পরিপূর্ণরূপে পালন করে।

অনুরূপভাবে যেখানে ফরয ও ওয়াজেব আমলসমূহ ইসলামের অংশ, সেখানে সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলসমূহকেও ইসলাম থেকে খারিজ করা যেতে পারে না।

এবারে যদি কোন বান্দা ফরয আমলসমূহের প্রতি যত্নবান তো হচ্ছে, কিন্তু নফল আমলসমূহে তার ত্রুটি (বা শৈথিল্য) থেকে যাচ্ছে, তাহলে তার মানে এই যে, কোনও প্রকার সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

যদি সে ফরয আমলসমূহ পালন করার সাথে সাথে সুন্নত আমলের প্রতিও যত্নবান হচ্ছে, কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে মুস্তাহাব ও উত্তম আমলসমূহ ত্যাগ করছে, তাহলে কিছু পরিমাণ হলেও সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলছে।

মানুষ যদি পোক্ত আকীদার ধারক হয় এবং ইবাদতের পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে কাঁচা থাকে, তাহলে তার মানে এই যে, সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলছে।

যদি মানুষ আচার-ব্যবহারে খুব ভালো হয়, ইবাদতের প্রতি যত্নবান হয় এবং আকীদাতেও পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু সচ্চরিত্রতায় দুর্বল থাকে, তাহলে তার মানে এই যে, সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলছে। এরই উপর অতিরিক্ত আরো কথা আপনি অনুমান করতে পারেন।

কোনও এক রব্বানী আলেম বলেছেন, শয়তান মানুষকে সবার আগে শির্ক ও কুফরীতে লিপ্ত করাতে চায়। অতঃপর বান্দা যখন তাতে তার আনুগত্য না করে এবং তওহীদের উপর অটল থাকে, তখন কাবীরা গোনাহ করতে প্ররোচিত করে। আর যখন তাতেও শয়তান অসফল হয়, তখন সাগীরা গোনাহ

করতে কুমন্ত্রণা দেয়। যখন শয়তান তাকে পরহেযগার ও বিষয়াসক্তিহীন অবস্থায় পায়, তখন তাকে বিদআতে পতিত করার প্রচেষ্টা চালায়। আর যখন তাতেও সে অসফল হয় এবং দেখে যে, সে সুন্নাহর তরীকার উপর চলমান আছে, তখন তার কাছে আর দুটি হাতিয়ার অবশিষ্ট থাকে; যা দিয়ে সে বান্দার উপর আক্রমণ শানানোর চেষ্টা করে।

১। তাকে হালাল ও জায়েয বিষয়সমূহে এমন পর্যায়ের ব্যস্ততায় ফেলে যে, সে সর্বদা তাতেই নিবিষ্ট থাকে এবং সে মহান আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে কিছুই করতে অবসর পায় না।

২। দ্বিতীয় অস্ত্র মুসলিমদের মাঝে উসকানি। অর্থাৎ, সে মতবিরোধের আগুন উত্তেজিত করতে এবং একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে নিজের প্রচেষ্টা ব্যয় করতে শুরু করে।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা ও আপনারা যেন উক্ত হাদীসকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখি যে, যখন শয়তানের সর্বশেষ অস্ত্র 'মুসলিমদের মাঝে প্ররোচনা দান', তাদের মাঝে মতভেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করা এবং তাদের আপোসে এককে অন্যের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়া, তখন আমাদের দেখা উচিত, সেই প্ররোচনা সৃষ্টির ময়দান কী কী এবং তার পদ্ধতি কোন্ কোন্ ধরনের হয়ে থাকে?

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে অনেকে উক্ত হাদীসকে পড়ে ও শুনে থাকে, কিন্তু নিজের মধ্যে ও নিজের পরিবেশের মধ্যে উক্ত হাদীসের অর্থ পাওয়া যায় কি না, তা ভেবে দেখার চেষ্টা করে না। আর এ বিষয়ে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে না যে, এই জিনিস আমাদের মাঝে নেই তো? আমরাও তাতে লিপ্ত নই তো?

সুতরাং এ ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে বিশেষ মনোযোগ ব্যয় করতে হবে ঃ-

১। শয়তানের পদাঙ্কাবলী, অর্থাৎ, তার নির্দেশিত পদ্ধতিসমূহ কী কী?

২। শয়তানী প্ররোচনার ক্ষেত্র ও ময়দান কী কী?

৩। শয়তানী প্ররোচনার রূপ কী কী?

আমাদের পরবর্তী আলোচনা উক্ত তিনটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তাও হবে সংক্ষিপ্তভাবে।

শয়তানের পদাঙ্কাবলী

এর উদ্দেশ্য হল, মহান আল্লাহর অবাধ্যাচরণ ও বিরুদ্ধাচরণের সেই পথ ও পদ্ধতি, যা শয়তান তাঁর বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট ও দিশাহারা করার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে। আর এখানে আমার উদ্দেশ্য বিশেষ ক'রে সেই সকল জিনিস, যার মাধ্যমে শয়তান একজন মুসলমানকে অন্যজন মুসলমানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং তাকে তার বিরুদ্ধে কুধারণার বশবর্তী বানিয়ে ছাড়ে।

কিন্তু এখানে স্পষ্ট থাকা দরকার যে, শয়তানের পদাঙ্ক ও চক্রান্তসমূহ খুবই গোপনীয় হয়ে থাকে। এই জন্যই আহলে ইল্‌ম বলে থাকেন, শয়তান এমন এক শত্রু, যার থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ই কঠিন। কেননা,

(এক) তাকে তো আমরা দেখতে পাই না, অথচ সে আমাদেরকে দেখতে পায়।

আর এ কথা বিদিত যে, যে শত্রুকে দেখা যায় না, তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া বিশাল কঠিন।

(দুই) তার সামনে কোনও প্রকার অনুনয়-বিনয় উপকার দেয় না।

পক্ষান্তরে মানব শত্রুর কাছে অনুনয়-বিনয় প্রয়োগ করলে অনেক ক্ষেত্রে সে দয়া প্রদর্শন করে।

(তিন) সে এমন শত্রু, যাকে অর্থ-সম্পদ দিলেও তার অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব।

পক্ষান্তরে মানব শত্রুকে অর্থাদি দিয়ে বান্দা নিজের জান, মান ও দ্বীনকে রক্ষা করতে পারে।

এ কথা স্পষ্ট করার জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ] {الأعراف:٢٧}

"হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় জড়িত না করে; যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিতনায় জড়িত ক'রে) বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র ক'রে ফেলেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে

এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা বিশ্বাস করে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি।" (আ'রাফ ঃ ২৭)

এই হাদীসকেও আপনারা স্মরণে রাখুন, যাতে নবী করীম ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَرًّا ». أَوْ قَالَ « شَيْئًا ».

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়। আর আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা প্রক্ষিপ্ত ক'রে দেবে।" *(বুখারী ২০৩৫, মুসলিম ৫৮০৮নং)*

নবী করীম ﷺ-এর অন্যতম স্ত্রী হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা যখন আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের শেষ দশকে (মসজিদে) ই'তিকাফে ছিলেন, তখন আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এলাম। তাঁর কাছে তাঁর অন্য স্ত্রীগণও ছিলেন, কিন্তু তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। আমি বিলম্ব সময় ধরে বসে তাঁর সাথে কথোপকথন করছিলাম। অতঃপর যখন উঠে যেতে লাগলাম, তখন তিনি বললেন, 'থামো! আমি কিছু দূর তোমাকে আগিয়ে দিই।'

সেই সময় হযরত সাফিয়্যাহর বাসা হযরত উসামাহ বিন যায়দের ঘরে ছিল। (যে বাসা পরবর্তীতে উসামার হয়ে যায়।) সুতরাং নবী করীম ﷺ তাঁকে পৌঁছানোর জন্য উঠলেন। অতঃপর তিনি যখন মসজিদের সেই দরজার কাছে পৌঁছলেন, যেটা হযরত উম্মে সালামার দরজার সামনে ছিল, তখন আনসারদের দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে তারা শীঘ্র চলে যেতে লাগল। মহানবী ﷺ বললেন, "ওহে! কে তোমরা? থামো। আমার সাথে এ মহিলা হল (আমারই স্ত্রী) সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই।" তারা বলল, 'আল্লাহর পানাহ! সুবহানাল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?' মহানবী ﷺ বললেন, "আমি বলছি না যে, তোমরা কোন কুধারণা ক'রে বসবে। কিন্তু আমি জানি যে, শয়তান আদম সন্তানের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়। আর আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা প্রক্ষিপ্ত ক'রে দেবে।" *(বুখারী ২০৩৫, মুসলিম ৫৮০৮নং)*

হাদীসে উল্লিখিত 'কুধারণা' বা 'সন্দেহ' বা 'খারাপ কিছু' কী হতে পারে, যা

শয়তান তাদের মনে প্রক্ষিপ্ত করতো?

উলামাগণ বলেন, নবী করীম ﷺ আশঙ্কা করলেন যে, শয়তান তাদের মনে কুধারণা প্রক্ষিপ্ত করবে। যেহেতু কুধারণা সৃষ্টি করা শয়তানের সেই প্রথম পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে যে অগ্রসর হতে শুরু করে। এই জন্যই শয়তানের উক্ত পদক্ষেপ ও অন্যান্য পরবর্তী পদক্ষেপের কথা স্পষ্টভাবে বিবৃত ক'রে দিয়েছেন।

বরং কুরআন মাজীদেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত এসেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ] {الحجرات:١٢}

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ।" (হুজুরাত ঃ ১২)

তিনি আরো এক জায়গায় বলেছেন,

[وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا] {الإسراء:٥٣}

"আমার বান্দাগণকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৩)

এখানে আমি সেই হাদীসে নববীর দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি, যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতিতে হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ)).

"তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের জাসূসী করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।" *(বুখারী ৫৭১৭, মুসলিম ২৫৭৩নং)*

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! মানুষের উপর শয়তানের প্রথম আক্রমণ এই হয় যে, একজন মুসলিমের হৃদয়ে তার ভাইয়ের ব্যাপারে সে কুধারণা সৃষ্টি করে।

অতঃপর যখন কারো হৃদয়ে কুধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন সে অন্বেষণ ও জাসূসী করার স্তরে পৌঁছে যায়।

অতঃপর যখন সে কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান ও জাসূসী করতে লাগে, তখন হিংসা এবং তার পরবর্তী স্তর পারস্পরিক বিদ্বেষের স্তরে এসে উপস্থিত হয়।

তারপর যখন হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তার পরিণাম দূরত্ব ও সম্পর্ক ছিন্নতা ছাড়া অন্য কিছু হয় না।

এই জন্য নবী করীম ﷺ 'তাদাবুর' (দূরত্ব অবলম্বন করা) এবং 'তাবাগুয' (ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা) হাদীসের শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ হল মানুষের শত্রুতা ও মতবিরোধের সর্বশেষ পর্যায়। এর পর বিবাদ-কলহ ও মারামারি ও খুনোখুনি ছাড়া আর অন্য কোন পর্যায় অবশিষ্ট থাকে না। যেমন অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

((سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الأُمَمِ)). قَالُوا : وَمَا دَاءُ الأُمَمِ قَالَ : ((الأَشَرُ ، وَالْبَطَرُ ، وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا ، وَالتَّبَاغُضُ ، وَالتَّحَاسُدُ ، حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ ، ثُمَّ يَكُونَ الْهَرْجُ)).

"আমার উম্মতের মাঝে (পূর্ববর্তী) উম্মতদের ব্যাধি আক্রমণ করবে।" লোকেরা বলল, '(হে আল্লাহর নবী!) উম্মতদের ব্যাধি কী?' তিনি বললেন, "অকৃতজ্ঞতা, ধনগর্ব, পার্থিব প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হিংসা। পরিশেষে ঘটবে অত্যাচার। অতঃপর (সবশেষে) ঘটবে খুনোখুনি।" *(যাম্মুদ দুন্‌য়্যা, ইবনে আবিদ দুন্‌য়্যা ৫০০২, আল-উকূবাত ২৬০, সিঃ সহীহাহ ৬৮০নং)*

কিন্তু তার চিকিৎসা কী? সেটাও পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। "তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।"

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الحجرات : ١٠)

"সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই-ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।" (হুজুরাত ঃ ১০)

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! কিন্তু বাস্তব এই যে, আমরা জানতে বা অজানতে শয়তানের

পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই পথ চলছি। (অর্থাৎ, তার চক্রান্তে আমরা ফেঁসে গেছি।) এমনকি একজন দাঈও, একজন আলেমও, একজন মুদার্রিসও, একজন মুরাব্বীও। আমরা সকলেই সেই সড়কেই চলমান।[৩] যখন এই অবস্থা শিক্ষক ও দায়িত্বশীলদের হয়, তখন তাঁদের ছাত্র ও অনুগামীদের অবস্থা কী হবে? তারা কোথায় যাবে? এই জন্য এ বিষয়ে ঠান্ড মাথায় ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! এ বিষয়টি অতি দীর্ঘ। এই জন্য আমি এখানেই ইতি টেনে পরবর্তী কথার দিকে আসছি।

(৩) অবস্থা এই যে, 'মহাজন যায় যেই দিকে, পথ তারে কয় সর্বলোকে।'

শয়তানী প্ররোচনার ক্ষেত্র ও ময়দানসমূহ

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! শয়তানের প্ররোচনার ক্ষেত্র কী কী? কোন্ কোন্ ময়দানে আমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে পড়ে থাকি? অথবা অন্য শব্দে, কোন ময়দানে শয়তানের হস্তক্ষেপ বেশি থাকে?

এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা ও মনোনিবেশ করার ফলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আমাদের উপলব্ধ হয়।

১। দুটি মুসলিম জামাআতের মাঝে প্ররোচনা

শয়তান সবচেয়ে বেশি দুটি মুসলিম জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ প্রক্ষিপ্ত করার চেষ্টা ক'রে থাকে। চাহে সে জামাআত দুটি অন্তর্দেশীয় পর্যায়ের হোক অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ের, রাজ্য পর্যায়ের হোক অথবা মহল্লা পর্যায়ের। বরং একই জায়গায় কর্মরত কর্মীদের মাঝে দু'টি জামাআত হয়ে যাচ্ছে। যেমন এ বাস্তবতা সাধারণতঃ আমরা দর্শন ক'রে থাকি। এই শ্রেণীর দুটি জামাআতের মাঝে প্ররোচনা দিতে ও বিবাদে ইন্ধন জোগাতে শয়তান পরিপূর্ণ প্রচেষ্টায় থাকে। এ হল তার প্রথম ময়দান এবং সবচেয়ে বেশি প্রিয় ময়দান।

সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আবূ মূসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"শয়তান প্রত্যহ সকালে মুসলমানদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিজের চেলাদেরকে প্রেরণ করে এবং তাদেরকে বলে, আজ যে কোন মুসলিমকে ভ্রষ্টতায় ফেলবে, তার মাথায় আমি মুকুট পরাব। (সুতরাং তার চেলারা মুসলমানদেরকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ে।)

অতঃপর এক চেলা যায় এবং ফিরে এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থেকে চেষ্টা করতে থাকলাম। পরিশেষে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল।'

শয়তান বলে, 'এটা কোন বড় কৃতিত্ব নয়। কারণ সে অতি নিকটে আবার (অন্য) বিয়ে ক'রে নেবে।'

দ্বিতীয় চেলা ফিরে এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থাকলাম।

পরিশেষে তাকে আমি তার পিতামাতার অবাধ্য সন্তান বানিয়ে ছাড়লাম।'

শয়তান বলে, 'হয়তো সে অতি নিকটে তার পিতামাতার বাধ্য সন্তান হয়ে যাবে।'

তৃতীয় চেলা ফিরে এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থাকলাম। পরিশেষে আমি তাকে শির্কে লিপ্ত ক'রে ছাড়লাম।'

ইবলীস বলে, 'তুমি বড় কৃতিত্বের কাজ করেছ।'

চতুর্থ চেলা ফিরে এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থাকলাম। পরিশেষে তাকে আমি ব্যভিচার করিয়ে ছাড়লাম।'

ইবলীস বলে, 'তুমি বড় কৃতিত্বের কাজ করেছ। (কিন্তু মুকুটের উপযুক্ত নও।)'

আরো একজন চেলা ফিরে এসে বলে, 'আমি দুই ভাইয়ের পিছে লেগে থাকলাম। পরিশেষে তাদেরকে মারামারিতে লিপ্ত করলাম এবং একজন অপরজনকে হত্যা ক'রে দিল।'

এ কথা শুনে শয়তান বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই বড় কৃতিত্বের কাজ করেছ। তুমিই এই মুকুটের অধিকারী।'

অতঃপর তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।" *(ইবনে হিব্বান ৬ ১৮৯, হাকেম ৪/৩৫০, সিঃ সহীহাহ ১২৮০নং)*

বলা বাহুল্য, শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ হল, মুসলিমদের দুটি জামাআতের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা প্রক্ষিপ্ত করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ সময়ে মুসলমানদের জামাআতগুলির মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে বিশুদ্ধ দ্বীনী কর্মকৌশল অবলম্বন ক'রে থাকে এবং নিজেদের চেলাদের মাঝে এমন প্রতীক উড্ডীন করায়, যা বাহ্যতঃ চকচকে ও সংস্কারমূলক। কোথাও কারো অধিকার আদায় ক'রে দেওয়ার বাহানা বানানো হয়, কোথাও অর্থ-দুর্নীতি দমন করার শ্লোগান দেওয়া হয়, কোথাও জামাআতের উদ্দেশ্য পূর্ণ করাকে ইশ্যু করা হয়। কোথাও নারী-কল্যাণকে বাহানা বানাবার চেষ্টা করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

শয়তানের এই কর্মকৌশল চিরদিনই বড় তৎপররূপে কার্যকর আছে। যা সে নববী যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ ক'রে চলেছে। কোথাও সুন্নত-পালনের নামে ফাটল সৃষ্টি করে। সে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নত নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

কোথাও সলফে সালেহীনের অনুসরণের বাহানা, কোথাও কুরআন-সুন্নাহর

অনুসরণের বাহানা নিয়ে শয়তান দুই জামাআতের মাঝে অনুপ্রবেশ করছে।

২। দুই বন্ধুর মাঝে প্ররোচনা

এটি শয়তানের প্ররোচনার দ্বিতীয় বড় ময়দান যে, দুই বন্ধুর বন্ধুত্বের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে। এ ঘটনা সাধারণতঃ আমাদের নজরে পড়ে যে, দুই বন্ধু একটি সময়কাল ধরে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলে। অতঃপর নগণ্য কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে শয়তান তাদের মাঝে প্রবেশ ক'রে যায়।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! আফসোসও হয় এবং আশ্চর্যও লাগে যে, আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি না। বরং আমি দু'জন তালেবে ইল্‌মের কথা বলছি। দু'জনই দাঈ ও মুবাল্লিগ, দুজনই আলেম ও মুদার্রিস। দুই বছর বা তিন বছর নয়; বরং কয়েক দশক ধরে এক সাথে মিলে দ্বীনের কাজ ক'রে আসছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এমন এক সময় এসে উপস্থিত হল যে, উভয়ের বন্ধুত্ব শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতায় পরিণত হয়ে গেল!

আপনারাও চিন্তা ক'রে দেখুন, উভয়ই আহলে ইল্‌ম ও সমঝদার। কিন্তু তাঁরা কোনভাবে অনায়াসে শয়তানকে সুযোগ দিয়ে ফেলেছেন যে, সে তাঁদের মাঝে প্রবেশ ক'রে মতভেদ ও কলহ সৃষ্টি ক'রে ফেলতে সফল হয়েছে।

আর এই মতবিরোধ অনেক সময় এমন কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ব্যাপারটা ঝগড়া ও ফতোয়াবাজিতে গিয়ে ঠেকে। উভয়েই নিজের পরিপূর্ণ যোগ্যতা অপরের ফতোয়া খন্ডন করার কাজে ব্যয় ক'রে দেন। একে অপরকে বিদআতী, ফাসাদী, (ফিতনাবাজ) খিয়ানতকারী, মিথ্যুক ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে থাকেন; বরং অনেক ক্ষেত্রে কাফের হওয়ার ফতোয়াও দিয়ে ফেলেন।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্ররোচনা

আপনাদের জানা আছে যে, স্বামী-স্ত্রী ও ঘর হল প্রথম রাজত্ব, যার ভিত্তিতে একটি রাজ্যের রাজত্ব কায়েম হয়। এই ছোট্ট রাজত্বটি সেই কারখানা হয়, যাতে আলেমও তৈরি হয়, ইঞ্জিনিয়ারও হয় এবং ডাক্তারও।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঐকমত্য (মতের মিল) থাকে না, সে ঘরের সন্তানদের মাঝে আত্মনির্ভরশীলতা খুব কমই দেখা যায়।

বলার উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও প্ররোচনা দিয়ে থাকে। পরিশেষে তাদের মাঝে তালাকের পরিস্থিতিও এসে উপস্থিত হয়। এদিকে

শয়তান তো তাতে খুবই খোশ হয়ে যায়, আর অন্য দিকে মিঞা-বিবি পৃথক থেকে নির্জনে হাকীম মুমিন খান মুমিনের এই কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে।

'কখনো আমার মাঝে ও তোমার মাঝে চাহিদা (ভালোবাসার আকর্ষণ) ছিল।
কখনো আমার মাঝে ও তোমার মাঝে পথ ছিল।
কখনো আমি ছিলাম ও তুমিও ছিলে পরিচিত (প্রেমিক-প্রেমিকা)।
তোমার স্মরণে থাক অথবা না-ই থাক।'

সহীহ মুসলিমের এই হাদীস আপনারা বারবার শুনে থাকবেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ – قَالَ – فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ».

"ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযান-সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার নৈকট্য লাভ করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়; বলে, 'আমি এই করেছি।' সে বলে, 'তুমি কিছুই করনি।' একজন এসে বলে, 'আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বলে, 'খুব ভালো তুমি। (হ্যাঁ, তুমিই কাজের মতো কাজ করেছ!)" *(মুসলিম ৭২৮৪, আহমাদ ১৪৩৭৭নং)*

৪। দুই ভাইয়ের মাঝে প্ররোচনা

শয়তানের প্ররোচনার আরো একটি ক্ষেত্র ও ময়দান হল দুই ভাইয়ের মাঝে প্ররোচনা। 'ভাই' বলতে আমার উদ্দেশ্য এক বাপের এক মায়ের পেটে সহোদর ভাই। নচেৎ আমি-আপনি সকল মুসলমানই পরস্পর ভাই-ভাই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি সহোদর দুই ভাইয়ের কথা।

আপনারা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, অনেক সময় সামান্য জিনিসকে কেন্দ্র ক'রে শয়তান দুই ভাইয়ের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করে। আর এটা শয়তানের বড় প্রিয় কাজ। অথচ দেখুন, উভয়ে একই মায়ের দুধপান করেছে, এক সময় উভয়েই এক বিছানায় শয়ন করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মারামারি শুরু করে।

এতে সবচেয়ে বড় জোর কার হয়? শয়তানের, নাকি শয়তানী জালের?

শয়তানী জাল বা ফাঁদ কী জিনিস?

একটি যয়ীফ বা জাল হাদীসে এসেছে, 'নারী শয়তানের জাল (ফাঁদ)।'[৪]

এটাই হল কারণ, যতদিন পর্যন্ত দুই ভাইয়ের বিবাহ না হয়ে থাকে, ততদিন উভয়ের মাঝে একতা থাকে। কিন্তু যখন বিবাহ হয়ে যায়, তখন তাদের আপোসে লড়াই শুরু হয়। যার কারণ বিতাড়িত শয়তানের নিজস্ব কৌশলে অথবা নারীদের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি।[৫]

ভাইদের মাঝে শয়তানী প্ররোচনার সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হল হযরত ইউসুফ ﷺ ও তাঁর ভাইদের কাহিনী। আর সে কাহিনী প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানা। হযরত ইউসুফ ﷺ খোদ এ কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, এ যা কিছু ঘটেছে, তা শয়তানের প্ররোচনার ভিত্তিতে ঘটেছে। মহান আল্লাহ তাঁর সে উক্তিকে এই শব্দে কুরআন কারীমে উদ্ধৃত করেছেন,

(وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي] {يوسف:١٠٠}

"তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত ক'রে এবং শয়তানের আমার ও আমার ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" (ইউসুফ ঃ ১০০)

৫। পিতা-পুত্রের মাঝে প্ররোচনা

শয়তানী প্ররোচনার একটি খুব বড় ময়দান হল বাপ-বেটা সম্পর্কের মাঝে প্রবেশ ক'রে তা বিগড়ে দেয়। যার ফলে ছেলে বাপের অবাধ্যাচরণ করে, তার সাথে অসভ্য ব্যবহার করে, পিতার অসিয়ত ও মীরাসে শরীয়ত-বিরোধী আচরণ করে। অনুরূপ কোন বেটাকে কিছু বেশি দিলে বা অন্য প্রাধান্যের ফলেও সম্পর্কে ফাটল প্রকট হয়।

অনেক সময় পিতামাতার অথবা তাদের একজনের নিকট কোনও একটি বেটা

---

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ কর্তৃক তাঁর উক্তি হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে, 'নারী হল শয়তানের জাল।' (ইবনে আবী শাইবাহ ১২/২১২)

(৫) বাংলায় একটি প্রবাদে বলা হয়, 'ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন, যদি হয় পর, নারীই কারণ।---অনুবাদক

বা তার স্ত্রী-সন্তান অন্য বেটাদের চাইতে বেশি প্রিয় হয়। সেই সময় শয়তানের হস্তক্ষেপে প্ররোচনার ময়দান তৈরি হয়ে যায়।

আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, এ ব্যাপারে পিতার সামান্য পদস্খলন অথবা তার কোন প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে ভিত্তি ক'রে শয়তান পুত্রদেরকে পিতার বিরুদ্ধে এবং পিতাকে নিজ পুত্রদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং উভয় পক্ষের মনে প্ররোচনা দেয়। কুরআন মাজীদে হযরত ইউসুফ ﷺ ও তাঁর ভাইদের কাহিনী যদি আপনি ভেবে দেখনে, তাহলে আপনার অনুমান হবে যে, হযরত ইয়া'কূব ﷺ-এর যে ভালোবাসা হযরত ইউসুফ ﷺ-এর প্রতি ছিল, তাকেই ভিত্তি ক'রে শয়তান কোনভাবে হযরত ইয়া'কূব ﷺ-এর বেটাদের হৃদয়ে হিংসার আগুন উসকে দিল। অতঃপর তাদেরকে কিছু অসংগত ও ঘৃণ্য পদক্ষেপ করতে উদ্বুদ্ধ করল। এর ফলশ্রুতিতে বেটারা নিজ বাপের প্রতি 'স্পষ্ট ভ্রষ্টতা'র অপবাদ আরোপ করল। অথচ তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। তারা বলেছিল,

[لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ] {يوسف:٨}

'আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার (সহোদর) ভাই (বিন্‌য়ামীন)ই আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি (সংহত) দল, আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।' (ইউসুফ ঃ ৮)

সুতরাং এরপর শয়তান তাদেরকে কিছু অশোভনীয় আচরণ এবং স্পষ্ট পাপাচারে লিপ্ত করল। ফলে তারা ইউসুফ ﷺ-কে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী বিহীন অবস্থায় কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে এল এবং পিতার সামনে পরিষ্কার শব্দে মিথ্যা বলে বসল। পুরোটাই মিথ্যা কাহিনী গড়ে নিল।

আপনিও আমাদের সমাজে এই শ্রেণীর শয়তানী প্ররোচনার বহুবিধ বহিঃপ্রকাশ দেখে থাকতে পারেন।

৬। নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে প্ররোচনা

যারা কোন দায়িত্বশীল বা নেতার অধীনে কাজ ক'রে থাকে, তাদের মাঝেও শয়তানের প্ররোচনা খুবই উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটি সকলের নিকট দৃশ্যমান যে, ম্যানেজার ও তার তত্ত্বাবধানে কর্মরত ব্যক্তিদের মাঝে সাধারণতঃ

কুধারণার পরিবেশ গড়ে ওঠে। যেমন কোন মাদ্রাসার সেক্রেটারি ও শিক্ষকদের মাঝেও সাধারণতঃ অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, সভাপতি বা সেক্রেটারি কোন শিক্ষককে নিজের নৈকট্যপ্রাপ্ত করেন এবং অন্যকে দূরে ঠেলে দেন। যার পরিণতি এই হয় যে, তাঁদের মাঝে শয়তান অনুপ্রবেশ ক'রে কলহ সৃষ্টি করতে শুরু ক'রে দেয়। যা কুধারণা, হিংসা, গীবত, চুগলী এবং অধিকাংশ সময়ে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

আমি এখানে একটি উদাহরণ পেশ করলাম। এরই উপরে প্রত্যেক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানকে কিয়াস (অনুমান) করতে পারেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-ইস্তীআব'এ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াইয়ের জীবনীতে লিখেছেন, একদিন একজন ক্রীতদাসী হযরত উমার ﷺ-এর নিকট হযরত সাফিয়্যাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে গেল এবং বলল, 'সাফিয়্যাহ শনিবারকে ভালোবাসেন[৬] এবং এ যাবৎ ইয়াহুদীদের সাথে নিজ সম্পর্ক সুদৃঢ় ক'রে রেখেছেন।'

সুতরাং হযরত উমার ﷺ হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট কাউকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই অভিযোগ সত্য কি না?

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র জবাব ছিল, 'শনিবারকে ভালোবাসার সম্পর্কে বলি যে, আল্লাহ যেদিন থেকে তার পরিবর্তে আমাদেরকে জুমআর দিন দান ক'রে ধন্য করেছেন, সেদিন থেকে আমি শনিবারকে ভালোবাসি না। অবশ্য ইয়াহুদীদের সাথে সদাচরণ বজায় রাখার ব্যাপারে বলি যে, তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা ও জ্ঞাতিত্ব রয়েছে। যার কারণে তাদের সাথে আমি জ্ঞাতিবন্ধনের আচরণ অবশ্যই ক'রে থাকি।'

অতঃপর হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজ দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ কাজের উপর তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করল?'

উত্তরে দাসী বলল, 'শয়তান।'

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'আমি শয়তানকে অধিক

(৬) শনিবার ইয়াহুদীদের নিকট পবিত্র দিন, যেমন মুসলমানদের নিকট শুক্রবার।

লাঞ্ছিত করছি এবং তোমাকে স্বাধীন ক'রে দিচ্ছি।'[৭]

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! শয়তানের প্ররোচনার এই ৬টি ময়দান আমি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করলাম। নচেৎ কোন্ ময়দান এমন আছে, যা শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত আছে? নবী করীম ﷺ এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন,

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ)).

"শয়তান তোমাদের প্রত্যেক ব্যাপারে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়; এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও উপস্থিত হয়।" *(মুসলিম ৫৪২৩নং, আবূ য়্যা'লা ৬/৪১৬)*

এবার এ বিষয়টিকে এখানে শেষ ক'রে আমরা দেখি যে, শয়তানী প্ররোচনার রূপ ও পদ্ধতি কী কী, যাকে শয়তান প্ররোচনার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে।

শয়তানী প্ররোচনার নানা রূপ

শয়তানী প্ররোচনার মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করার নানা রূপ আছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হল ঃ-

১। জাতীয় বা বংশীয় অন্ধ পক্ষপাতিত্বের আওয়াজ উঁচু করা

প্রথম যে জিনিস সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি আকারে সমাজে পাওয়া যায়, সেটা হল বংশপূজা এবং জাতীয়তাবাদের শ্লোগান উচ্চ করা। এটা শয়তানের একটা বড় হাতিয়ার।

উদ্দেশ্য হল, মানুষ নিজের ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এলাকা, গোত্র এবং বংশের নামে কাউকে সাহায্য ও সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়। আর সে হকের উপর আছে, নাকি বাতিলের উপর আছে, তা দেখে না। যালেম কে এবং মযলুম কে, সে কথা জানার চেষ্টাও করে না। বরং কেবল অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে কারো সাহায্যের জন্য তৈরি হয়ে যায়। কেননা, জাহেলিয়াতের যে সকল প্রথা ও রেওয়াজকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি প্রথা এও ছিল যে, 'সর্বাবস্থায় তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর,

(৭) আল-ইস্তীআব ৪/ ১৮৭৪, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ২/২৩২

চাহে সে যালেম হোক বা মযলুম হোক।'[৮]

যেহেতু এই রীতির ফলে দুনিয়াতে অশান্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি হয় এবং মযলুম নিজ হক ফিরে পায় না, সেহেতু নবী করীম ﷺ এমন কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে প্রকৃতিগতভাবে নিজ গোত্র, বংশ এবং এলাকা প্রিয় জিনিস হয়ে থাকে, সেহেতু সে যদি তার আবেগের নাকে শরীয়তের লাগাম না দেয়, তাহলে শয়তান তার প্রকৃতিগত দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং সেখানে প্ররোচনার অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করে।

আর এটাকে আমাদের দুর্ভাগ্য বলুন অথবা পরোয়াহীনতা, আমাদের মধ্যে বহু সমঝদার মানুষও এ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি---নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক---উলামা সম্প্রদায়ও এতে জড়িত হয়ে পড়েন!

অর্থাৎ, এ ব্যক্তি কোন্ জাতির? কোন্ বংশের? কোন্ পরিবারের? কোন্ জায়গার? (কোন্ ভাষার?) এ সকল প্রশ্নের জবাব কারো অধিকার নষ্ট করা অথবা নিজের কোন কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি সাধারণভাবে সাথীদের সামনে উদাহরণ স্বরূপ এ কথা বলছি যে, আমাদের জামাআত, যে জামাআত কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী, উলামায়ে হাদীসের জামাআত। এ ভ্রাতৃত্ব কোন আঞ্চলিক ভ্রাতৃত্ব নয়, বরং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। এতদ্সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিছু ছোট ছোট আহলে ইল্ম নিজ নিজ ভ্রাতৃত্ব ও এলাকাভিত্তিক আলেমেদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে থাকেন এবং অন্য এলাকার আলেমদের কদর করেন না। এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, যদি কোন দাওয়াত অফিসে কোন পাকিস্তানী দাঈ থাকেন, তাহলে তাঁর দর্সে উপস্থিত শ্রোতা অধিকাংশই পাকিস্তানী হয়। সেখানে ভারতীয় বা বাংলাদেশী শ্রোতা তিল পরিমাণ নজরে আসে। পক্ষান্তরে যদি দাঈ

---

(৮) জাহেলী যুগে এই নীতিই ছিল। এই জন্য নবী করীম ﷺ উক্ত বাক্যকে অবিকৃতভাবে অবশিষ্ট রাখলেন, কিন্তু তার ভাবার্থে পরিবর্তন আনলেন। সুতরাং হাদীসে বলা হয়েছে, "অত্যাচারী বা অত্যাচারিত অবস্থায় তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর।" বলা হল, (হে আল্লাহর রসূল!) অত্যাচারীকে সাহায্য কীভাবে করব? তিনি বললেন, "তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখবে; তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।" *(আহমাদ ১১৯৪৯, বুখারী ৬৯৫২, তিরমিযী ২২৫৫, সহীহুল জামে' ১৫০২নং)*

ভারতীয় হন, তাহলে তাঁর দর্সে উপস্থিত শ্রোতা অধিকাংশই ভারতীয় হয়। আর পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী খুব কমই নজরে পড়ে। (যদিও তারা ভাষা বোঝে।) বরং সেই অফিসের দাঈও তাঁর সেখানে দর্স ও বক্তৃতার জন্য অধিকাংশ নিজের দেশেরই দাঈকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

কেন এমন হয়?

এর কারণ হল, আমাদের অন্তরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শয়তান প্ররোচনার বীজ বপন ক'রে রেখেছে এবং আমাদের হৃদয়-মনে এই বিভেদ (ও বিভাজন) সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে যে, (কার্যক্ষেত্রে আমাদের বিবেচ্য হয়,) এ পাকিস্তানী, এ ভারতীয়, এ বাংলাদেশী। আর এই জিনিসকেই ভিত্তি ক'রে শয়তান নিজ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বলার উদ্দেশ্য এই যে, আঞ্চলিক ও বংশীয় পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি ক'রে শয়তান আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করতে চায়। এই কারণেই নবী করীম ﷺ একাধিক হাদীসে জাতীয় ও বংশীয় পক্ষপাতিত্ব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

হযরত জুবাইর বিন মুত্বইম বিন আদী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

« لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ ».

"সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের দিকে আহ্বান করে। সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে। এবং সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উপর মৃত্যুবরণ করে।" *(আবূ দাউদ ৫১২৩নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ, তবে অর্থ সহীহ)*

এই অর্থে হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

« مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ».

"যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে,

অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।" *(আহমাদ ৭৯৪৪, মুসলিম ৪৮৯২নং)*

নববী যুগেও একদা শয়তান সাহাবীগণের মাঝে এই অন্ধ পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। রহমতের রসূল ﷺ নিজ কার্যকৌশলের মাধ্যমে কাজ না নিলে তো আনসার ও মুহাজিরদের আপোসে যুদ্ধ বেধেই যেত। এ নবী করীম ﷺ-এর উপস্থিতির বর্কত ও তাঁর কর্মকুশলতার হিকমত ছিল যে, তিনি সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে নির্বাপিত করেছিলেন। এ ছিল বানী মুস্তালাক যুদ্ধের, যা জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, মূল ঘটনা এই রকম যে, উক্ত যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুসলিমরা মুরাইসী' নামক এব ঝরনার পাশে অবস্থান করছিলেন। সেখানে পানি নিতে গিয়ে দুই ব্যক্তির ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল। এক ব্যক্তি জাহজাহ গিফারী নামক হযরত উমার ﷺ-এর গোলাম ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সিনান বিন ওয়াবার নামক আনসারের মিত্র ছিল। ধাক্কাধাক্কির পর ব্যাপারটি বেড়ে গেলে জাহজাহ সিনানের পাছায় হাত অথবা পা দিয়ে আঘাত করল। যেহেতু তাদের মধ্যে এমন কান্ড বড় লাঞ্ছনাকর ছিল, সেহেতু সিনান 'ইয়া লালআনসার!' বলে ডাক দিল। যার অর্থ হয়, 'হে আনসারদল! আমাকে সাহায্য করো।'

এ কথা শুনে জাহজাহও 'ইয়া লালমুহাজিরীন!' বলে ডাক দিল। যা শুনে উভয় পক্ষের সাহাবাগণ একে অন্যের সামনাসামনি জমা হতে শুরু করলেন। সময় ঘনিয়ে এসেছিল যে, কে যালেম, কে মযলুম, তা না শুনে না বুঝে উভয় পক্ষ আপোসে লড়াই শুরু ক'রে দিতেন।

কিন্তু নবী ﷺ-এর নিকট খবর পৌঁছতেই তিনি সত্বর সেখানে পৌঁছে বললেন,

« مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ... دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ».

"কী ব্যাপার, জাহেলী যুগের ডাক? তোমরা এসব পরিহার করো, কারণ এ হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।" *(বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ৬৭৪৮, তিরমিযী ৩৩১৫নং)*

২। জাহেলী সভ্যতা নিয়ে গর্ব করা এবং তা উজ্জীবিত করা

অনেক সময় লোকেদের নিজস্ব জাহেলী যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করাটা শয়তানী প্ররোচনার কারণ হয়ে বসে। আসল কথা এই যে, যে কোনও

সম্প্রদায় হোক, তাদের বাপ-দাদা যেমনই হোক না কেন, তারা তাদের সভ্যতা ও কৃতিত্বকে সুনজরেই দেখে থাকে। বরং অনেক সময় লোকে এ কথা জানে যে, আমাদের বাপ-দাদার এই কর্মকান্ড ভ্রান্ত। কিন্তু তবুও বড়ই আগ্রহ ও গর্বের সাথে বয়ান ক'রে থাকে। বরং যদি তাদের নিকট দ্বীনের মর্যাদা কম থাকে, তাহলে ঐ জাহেলী সভ্যতাকে পবিত্র দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। আমাদের পরিবেশে এ কথার বহু উদাহরণ বর্তমান আছে; যেমন বসন্ত-উৎসব ইত্যাদি।

মানুষের উক্ত দুর্বলতার ভিত্তিতে শয়তান মুসলিমদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করতে চায়। যার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বদর-যুদ্ধের পরে বানী কাইনুকাকে নির্বাসিত করার ঘটনা।

বলা বাহুল্য, বদর-যুদ্ধের পরে এক সময় আনসার ও মুহাজিরীন এক জায়গায় বসে আপোসে কথোপকথন করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন হিংসুক ও বিদ্বেষপোষণকারী ইয়াহুদী শাশ বিন কায়স সে পথে পার হয়ে যাচ্ছিল। আনসার ও মুহাজিরীনকে এক সাথে উপবিষ্ট দেখে তার বিশাল মনঃকষ্ট হল। সে ভাবল, এখন তাদের ভিতরে জাহেলী যুগের পারস্পরিক শত্রুতার স্থলে ইসলামের সম্প্রীতি ও সংহতি বিরাজ করছে এবং তাদের পুরনো মনোমালিন্য শেষ হয়ে গেছে। সে বলতে লাগল, 'ওঃ! এ অঞ্চলের বানী কাইলার সম্ভ্রান্তজনেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ! এই সম্ভ্রান্তদের ঐক্যবদ্ধতার পরে আমরা তো এখানে বসবাস করতে পারব না।'

সুতরাং সে তার সঙ্গী একজন তরুণ ইয়াহুদীকে নির্দেশ দিল, সে যেন সেই মজলিসে তাঁদের সাথে বসে বুআস যুদ্ধের এবং তার পূর্বেকার অবস্থার কথা উল্লেখ করে। আর সেই সাথে উভয় পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যে সব কবিতা বলা হয়েছে, তার কিছু শোনায়।

বলা বাহুল্য, সেই ইয়াহুদী তাই করল। যার পরিণামে আওস ও খাযরাজ (দুই গোত্রের) মধ্যে উচ্চবাচ্য শুরু হয়ে গেল। লোকেরা ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং একে অন্যের উপর গর্ব প্রকাশ করতে লাগল। এমনকি উভয় গোত্রের এক একজন লোক হাঁটু গেড়ে বসে বাদ-প্রতিবাদ শুরু ক'রে দিল এবং উভয়েই নিজ নিজ বাপ-দাদাদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ব করতে লাগল। বয়ানে বাড়াবাড়ি শুরু হল। পরিশেষে একে অন্যকে বলতে লাগল, 'যদি চাও, তাহলে সেই যুদ্ধকে পুনরায় যুবক ক'রে ফিরিয়ে দিই।' উদ্দেশ্য, আমরা আপোসে পুনরায় সেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি, যা পূর্বে করা হয়েছে।

এরই মধ্যে উভয় দলের মধ্যে উত্তাপ বৃদ্ধি পেল এবং বলল, 'চলো, আমরা প্রস্তুত। হার্রাতে মুকাবেলা হবে। হাতিয়ার, হাতিয়ার---।'

অতঃপর উভয় গোত্র নিজ নিজ হাতিয়ার সাথে নিয়ে হার্রার দিকে বের হয়ে গেল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খবর গেলে তিনি মুহাজিরীন সাহাবাগণকে সঙ্গে নিয়ে সত্বর তাদের নিকট পৌঁছে বললেন, 'হে মুসলিমদের জামাআত! আল্লাহ, আল্লাহ। আমার বর্তমানে কি জাহেলী যুগের ডাক? তাও আবার সেই সময়ের পর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দানে উন্নত করেছেন এবং তার মাধ্যমে তোমাদেরকে জাহেলিয়াত থেকে অতিক্রান্ত ক'রে এবং কুফরী থেকে পরিত্রাণ দিয়ে তোমাদের হৃদয়সমূহকে পারস্পরিক জুড়ে দিয়েছেন?'

নবী ﷺ-এর উপদেশ শুনে সাহাবাগণ অনুভব করতে পারলেন যে, তাঁদের সেই আচরণ শয়তানী ঝটকা এবং শত্রুর অন্যতম চক্রান্ত ছিল। সুতরাং তাঁরা কাঁদতে লাগলেন এবং আওস ও খাযরাজের লোকেরা একে অপরকে মুআনাকা করতে লাগল। *(আর-রাহীক্বুল মাখতূম ৩২৪পৃঃ, তাফসীর ত্বাবারী ৬/৫৫)*

৩। হিংসার আগুন প্রজ্বালিত করা

শয়তান মানুষের কিছু প্রকৃতিগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের মাঝে প্ররোচনা দেওয়ার প্রয়াস পায়। উক্ত প্রাকৃতিক দুর্বলতাসমূহের মধ্যে একটি হল 'হিংসা'।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! এটা মহান আল্লাহর পরীক্ষা যে, তিনি মানুষের প্রকৃতিতে কিছু এমন দুর্বলতা রেখেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। তার মধ্যে একটি দুর্বলতা হল হিংসা করা।

কোন কোন আহলে ইল্‌ম বলেছেন, 'কোন দেহ হিংসা থেকে খালি নয়। আলবাত মু'মিন তা গোপন রাখে, আর মুনাফিক তা প্রকাশ করে।'

শয়তান মানুষের উক্ত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সর্বাগ্রে তার মনে হিংসার আগুন প্রজ্বালিত করে। আর যেখানে হিংসার সৃষ্টি হয়, সেখানে পারস্পরিক ভরসা বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর তারই কারণে মানুষ অপরের ভুল-ত্রুটি খোঁজা ও ছিদ্রান্বেষণ করা শুরু ক'রে দেয়। এরপর মানুষ যখন ছিদ্রান্বেষণ করবে, তখন স্বাভাবিকভাবে তা প্রচারও করবে। এইভাবে নিজ ভাইয়ের গীবত শুরু হয়ে যাবে। আর যখন গীবত শুরু হয়ে যাবে, তখন একে অপরের বিরুদ্ধে

বিবাদ ও বিরোধ সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। যার পরিণাম মারামারি ও খুনোখুনি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে কম-সে-কম বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্ক নষ্ট ও মৌখিক লড়াই পর্যন্ত ব্যাপার অবশ্যই গড়িয়ে যাবে।

এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে একাধিক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য ঃ-

এক ঃ হাবীল-কাবীলের ঘটনা

হযরত আদম ﷺ-এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীল। যাদের একটি ঘটনার উল্লেখ সূরা মাইদাহ ২৭ থেকে ৩১নং আয়াতে এসেছে। যার সারসংক্ষেপ হল এই যে, দুই ভাইয়ের মাঝে কোন একটি বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হল। আর তা এই যে, মানুষের ইতিহাসের গোড়াতে আদম-হাওয়ার মিলনে একই সময়ে ছেলে-মেয়ে জোড়া সন্তানের জন্ম হতো। দ্বিতীয় দফায় পুনরায় ছেলে-মেয়ে জন্ম নিতো। এক গর্ভের ভাই-বোনের বিবাহ দ্বিতীয় গর্ভের ভাই-বোনের সাথে দেওয়া হতো। কিন্তু এমন হল যে, হাবীলের সাথে জন্ম নেওয়া বোনটি অসুন্দরী ছিল। পক্ষান্তরে কাবীলের সাথে জন্ম নেওয়া বোনটি সুন্দরী ছিল। তখনকার রীতি অনুযায়ী হাবীলের বিবাহ কাবীলের বোনের সাথে এবং কাবীলের বিবাহ হাবীলের বোনের সাথে হওয়াটাই উচিত ছিল। কিন্তু কাবীল চাইল, সে হাবীলের বোনকে বিবাহ না ক'রে নিজের সহজাত সুন্দরী বোনকেই বিবাহ করবে।

হযরত আদম তাকে বুঝালেন। কিন্তু যে বুঝল না। পরিশেষে তিনি উভয়কে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কুরবানী পেশ করতে নির্দেশ দিলেন এবং বলে দিলেন, যার কুরবানী আল্লাহর নিকট কবুল হবে, তার বিবাহ কাবীলের বোনের সাথে দিয়ে দেওয়া হবে।

সুতরাং হাবীলের কুরবানী কবুল হয়ে গেল। আকাশ থেকে আগুন এসে তা গ্রাস ক'রে নিল। আর সেটা ছিল কুরবানী কবুলের প্রমাণ।

হাবীলের কুরবানী কবুল হওয়া দেখে কাবীল হিংসার শিকার হল এবং সে তার ভাই (হাবীল)কে হত্যা ক'রে ফেলল! (দ্রঃ তফসীর আহসানুল বায়ান)

হযরত ইউসুফ ﷺ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনা

হযরত ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনাও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর সাথে কত কিছুই না হলো এবং তিনি কত পরিমাণ কষ্টের সম্মুখীন হলেন! এর পিছনে সবচেয়ে বড়

কারণ হল, তাঁর প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসা। আর তা ছিল শয়তানের অহীতে। এই জন্য ইউসুফ ﷺ বলেছিলেন,

[مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي] {يوسف:١٠٠}

"শয়তানের আমার ও আমার ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পরও----।" (ইউসুফ ঃ ১০০)

অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়্যা যুহলী ও ইমাম বুখারী (রাহিমাহুমাল্লাহ)এর ঘটনা তারীখ ও তারাজিমের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যার কারণ ছিল হিংসা এবং শয়তান সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে প্ররোচনা দিয়েছে।

বরং হিংসা শয়তানের এমন একটি হাতিয়ার, যার ব্যবহার সে প্রত্যেক যুগ ও স্থানে ক'রে থাকে এবং আজও ক'রে চলেছে। বরং বর্তমান যুগে, যখন তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীতির স্বল্পতা মানুষের হৃদয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন হিংসার মাধ্যমেই শয়তান কত উলামা, ফুযালা ও হকের দাঈদের মাঝে ফিতনা খাড়া ক'রে রেখেছে। আজ যদি আপনি আপনার ডানে-বামে দৃষ্টি ফেরান, তাহলে দেখতে পাবেন যে, কত শত উলামা ও মুখলিস দাঈ হিংসার ছুরিকাঘাতে কেবল আহতই নয়; বরং নিহত হয়ে আছেন!

এই কারণেই মহান আল্লাহর বিধানে সকাল-সন্ধ্যা, (শোবার সময় এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে) তিনটি সূরা (ইখলাস, ফালাক ও নাস) পাঠ করার বিধান দিয়েছেন, যার একটিতে এই দুআ আছে যে, '(আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।'

আর সত্যই বলেছেন রহমতের নবী ﷺ,

((لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا)).

"লোকেরা সর্বদা ভালো থাকবে, যতক্ষণ না আপোসে হিংসা করেছে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ৮ ১৫৭, সিঃ সহীহাহ ৩৩৮-৬নং)*

৪। রাগ করা

মানুষের দ্বিতীয় দুর্বলতা, যার মাধ্যমে শয়তান প্ররোচিত করার সুযোগ পায়, সেটা হল রাগ বা ক্রোধ। কারণ যখনই মানুষের রাগ হয়, তখনই শয়তান সত্বর তার কাছে পৌঁছে যায় এবং ক্রোধের আগুনকে উত্তেজিত করতে শুরু ক'রে দেয়। অতঃপর সেই ক্রোধে গালি-গালাজের পেট্রল পড়লে আগুন দ্বিগুণ

আকারে বর্ধিত হয়। এই কারণেই মানুষকে ক্রোধের সময় লাল-হলুদ হয়ে যেতে দেখা যায়।

আমাদের এলাকায় একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন এক কাপড়ের দোকানে এক ব্যক্তি কাপড় কিনতে গিয়েছিল। দাম করার সময় এক বা দুই টাকার জন্য দোকানদারের সাথে তার কথা কাটাকাটি হল। ক্রেতা বলল, 'আমি এত টাকাতেই নেব।' আর দোকানদার বলল, 'আমি এত টাকার কমে বেচতেই পারব না।' পরিশেষে কথা বাড়তে বাড়তে মতভেদ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল। সেই সময় দোকানদার কাপড় মাপার লোহার মিটারটা নিয়ে ক্রেতার মাথায় আঘাত করল। যার ফলে তার মাথা ফেটে গেল এবং পরিশেষে মারাও গেল!

উক্ত ঘটনার পর্যালোচনায় লোকেরা বলে থাকে, 'অমুক কেবল এক টাকার জন্য অমুকের জান নিয়ে নিল।'

অথচ সাথীবৃন্দ! ব্যাপারটা এক টাকার ছিল না। আসল ব্যাপারটা ছিল ক্রোধ ও শয়তানী উসকানির। এই কারণেই হযরত মূসা ﷺ-এর হাতে কিবতীর মৃত্যু ঘটেছিল এবং তিনি সেটাকে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَدَخَلَ المدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ] {القصص:١٥}

"সে নগরীতে প্রবেশ করল এমন এক সময়ে যখন এর অধিবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় ছিল, সেখানে সে দু'টি লোককে মারামারি করতে দেখল; একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা ওকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা ক'রে বসল। মূসা বলল, 'এ তো শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ১৫)

যেহেতু হযরত মূসা ﷺ স্বজাতির লোককে অত্যাচারিত হতে দেখে করুণাসিক্ত হলেন এবং বিরোধীপক্ষকে অত্যাচার করতে দেখে ক্রোধান্বিত হলেন এবং সেই ক্রোধে বিপক্ষকে জোর-সে একটি ঘুষি মারলেন, সেহেতু তাতেই তার প্রাণ চলে গেল।

এই জন্য আমাদের নবী করীম ﷺ আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, ক্রোধের সময় আমরা যেন 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পড়ে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

সুতরাং বুখারী-মুসলিমে সুলাইমান বিন সুরাদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় দুই ব্যক্তি গালাগালি শুরু করলে ওদের মধ্যে একজনের রাগ চরমে উঠে সে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন,

((إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ)).

"আমি এমন একটি মন্ত্র জানি, তা পাঠ করলে ওর রাগ দূর হয়ে যাবে; আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।" লোকেরা গিয়ে তাকে সে কথা বললে লোকটি বলে উঠল, 'তোমরা কি আমাকে পাগল মনে করো?'

তা শুনে রসূল ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

((وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (الأعراف : ٢٠٠)

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আ'রাফ ঃ ২০০)

(বুখারী ৩২৮২, মুসলিম ৬৮১২, হাকেম ৩৬৪৯নং)

এই শ্রেণীর একটি ঘটনা আপনারা প্রায় পড়ে বা শুনে থাকবেন যে, নবী ﷺ-এর মজলিসে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বাক্‌র ﷺ-কে গালি দিল। তা শুনে হযরত আবূ বাক্‌র ﷺ চুপ থাকলেন।

তা দেখে নবী ﷺ অবাক হলেন ও মুচকি হাসলেন।

লোকটি দ্বিতীয়বার গালি দিল। তাতেও হযরত সিদ্দীকে আকবার চুপ থাকলেন। অতঃপর যখন তৃতীয়বার তাঁকে গালি দিল, তখন তিনি আর থাকতে না পেরে তার প্রত্যুত্তর করলেন। তা শুনে রসূল ﷺ রাগান্বিত হয়ে মজলিস থেকে উঠে চলে যেতে লাগলেন।

হযরত সিদ্দিকে আকবার অবাক হলেন এবং তাঁর পিছনে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যতক্ষণ ও আমাকে গালি দিচ্ছিল, ততক্ষণ আপনি বসে থেকে মুচকি হাসছিলেন। আর যখন আমি ওর জবাব দিলাম,

তখন আপনি রেগে উঠে চলে এলেন। আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন?'

নবী ﷺ বললেন, 'যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে, ততক্ষণ আসমান থেকে অবতীর্ণ এক ফিরিশ্তা তোমার পক্ষ থেকে তার কথার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যখন তুমি প্রত্যুত্তর করলে, তখন শয়তান ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর আমি এমন মজলিসে বসে থাকতে পারি না, যেখানে শয়তান এসে উপস্থিত হয়।' *(আহমাদ ৯৬২৪, আবূ দাউদ ৪৮৯৮, বাইহাক্বী ২ ১৬২৬, সিঃ সহীহাহ ২২৩১নং)*

৫। নেতৃত্ব ও পদের লোভ করা

শয়তানের প্ররোচনার একটি বড় জায়গা মানুষের খ্যাতি, যশ, পদ, গদি বা নেতৃত্বের লোভ। এটাও মানুষের একটি প্রকৃতিগত দুর্বলতা।

এ হল মানুষের সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা এবং সবচেয়ে বড় মনস্কাম, যার মাধ্যমে শয়তান পরিপূর্ণ লাভবান হতে সক্ষম হয়। এর চাইতে অধিকতর খারাপ ও ভয়ানক অন্য কোন মনস্কাম মনুষ্য-সমাজে বর্তমান নেই। এটি মানুষের দ্বীন-ধর্মের পক্ষে কত বড় বিপদাত্মক, যার অনুমান আপনারা নিম্নের হাদীস থেকে অনায়াসে করতে পারবেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ)).

"ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক।" *(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২ ১৮নং)*

নেকড়ে বাঘ ছাগলের যে কত পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, তার অনুমান প্রত্যেক ব্যক্তি অতি সহজেই করতেই পারে। সে ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কোন ছাগল মুত্যু থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। আর যদি মৃত্যু থেকে বেঁচেও যায়, তাহলে ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে সে নিরাপদ থাকতে পারে না। হুবহু ধন ও পদের চাহিদা ও লোভে পড়ার পর কোন মানুষের দ্বীন নিরাপদ ও অক্ষত থাকতে পারে না। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার আনুগত্য দ্বারা লাভবান হয়ে শয়তান তাতে হাওয়া দেয়। আর তার ফলে কত বড় বড় বিবাদ ও কলহ আমাদের মাঝে প্রকাশ

পায়। এমনকি বান্দা তাতে নিজ মা-বাপকেও কুরবানী ক'রে দেয় এবং নিজ ভাই-বোনকেও খুন ক'রে ফেলে।

এর দৃষ্টান্ত আপনি দেখতে চাইলে আমাদের জমঈয়ত, মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহের কমিটিগুলিকে দেখুন। উক্ত লালসার ভিত্তিতে তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়। যার ফল স্বরূপ এক জমঈয়ত ভেঙ্গে একাধিক জমঈয়ত, এক মাদ্রাসা থাকতে (একই গ্রামে) দ্বিতীয় মাদ্রাসা এবং এক মসজিদ থাকতে (একই জায়গায়) দ্বিতীয় মসজিদ কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়াই নির্মাণ করা হয়।

এমনিতে নিয়তের খবর তো মহান আল্লাহই জানেন। আলবাত এ সকল ক্ষেত্রে লোকেদের নিয়ত পরিষ্কার থাকে না। এ কথা ভিন্ন যে, এমন সময়ে অজুহাত বড় সুন্দর হয়ে থাকে। কোথাও নির্যাতিতদের অধিকার দেওয়ার বাহানা থাকে। মসজিদ ও মাদ্রাসার বেআইনী কর্তৃত্ব (দুর্নীতি) বন্ধ করার ওজর থাকে। তাতে আমানতে খিয়ানত রোখার শ্লোগান থাকে। কোথাও দ্বীনের দাওয়াত এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দেওয়ার স্পৃহার সাহায্য নেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি একটু গভীরে গিয়ে দেখা যায়, তাহলে এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ পাবেন, শয়তানী প্ররোচনা। আর সেই সময় লোকে এ কথা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

[تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ] {القصص:٨٣}

"এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৮৩)

উক্ত মুবারক আয়াতের বিপরীত ভাবার্থ এই হয় যে, যারা পরকালের আবাস চায়, তারা পার্থিব যশ-গদির পশ্চাতে ছুটে বেড়ায় না।

এই কথাকেই নবী ﷺ (আব্দুর রহমান বিন সামুরাহকে সম্বোধন ক'রে) এইভাবে ব্যক্ত করেছেন যে,

((يَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ بنَ سَمُرَةَ ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ؛ فَإِنّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ

غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)).

"হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ! তুমি আমীরের পদ চেয়ো না। কারণ তুমি যদি তা না চেয়ে পাও, তাহলে তাতে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি তা চাওয়ার কারণে পাও, তাহলে তা তোমাকে সঁপে দেওয়া হবে। (এবং তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে না।) আর যখন তুমি কোন কথার উপর কসম খাবে, অতঃপর তা থেকে অন্য কাজ উত্তম মনে করবে, তখন উত্তম কাজটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও।" *(বুখারী ৬৭২২, ৭১৪৬, মুসলিম ৪৩৭০নং)*

অন্য এক স্থানে যশ ও পদ অর্জনের লোভকে ভয়ানক স্পষ্ট ক'রে তিনি বলেছেন,

((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَكونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ)).

"তোমরা অতি সত্বর নেতৃত্বের লোভ করবে। (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে। সুতরাং তা কত (ইহলোকে) উৎকৃষ্ট ও (পরলোকে) নিকৃষ্ট বিষয়!" *(বুখারী ৭১৪৮নং, নাসাঈ প্রভৃতি)*

আজ আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তানী প্ররোচনার পরিণামে সামনে আগত প্রভাবসমূহ আমাদেরকে অন্য জামাআত ও সম্প্রদায়ের কাছে লাঞ্ছিত ক'রে ছেড়েছে এবং আমরা একটি হাস্যাস্পদ সম্প্রদায় হয়ে রয়ে গেছি। 'ইয়া লাইতা ক্বাওমী য়্যা'লামূন।' হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানত।

৬। আত্মমুগ্ধতা ও আত্মতৃপ্তি

নিজ রায়ের উপর অটল থাকা, নিজের মতকেই পছন্দ করা এবং সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ধারণা করাই হল, আমিত্ব বা আত্মমুগ্ধতা। এ জিনিসও শয়তানী প্ররোচনার বিশাল বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এমনিতেই মানুষের প্রকৃতি এই যে, সে চায়, তার কথা সর্বোচ্চ হোক, তার রায় গ্রহণযোগ্য হোক। বরং অনেক সময় আপনি তাকে বুঝিয়ে দেবেন, তার রায় ভুল হওয়ার ব্যাপারটা প্রমাণ ক'রে দেবেন, তবুও সে নিজ রায় থেকে টলতে চাইবে না; বরং তাতে অটল থাকার জন্য কোন না কোন বাহানা খুঁজে নেবে।

কখনো তো এমনও হয়ে থাকে যে, সে আপনার কথার সঠিকতা মেনে নেবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার কোন না কোন ওজর পেশ ক'রে দেবে।

কখনো বলবে, 'হ্যাঁ, এই রায়টাও ঠিক আছে।' কোন দ্বীনী মাসআলা হলে বলবে, 'কিছু উলামা এই রায়কেও গ্রহণ করেছেন।'

আর এইভাবেই সে মতবিরোধে পড়ে থাকবে এবং হক গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে না। অথচ নবী ﷺ আমিত্ব ও নিজের রায়ের উপর অটল থাকাকে ধ্বংস ও সর্বনাশিতার কারণ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

((ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ مُطَاعٌ وهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ)).

"ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল তিনটি; এমন কৃপণতা যার আনুগত্য করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার অনুসরণ করা হয় এবং মানুষের আত্মমুগ্ধতা।" *(বাযযার ৬৪৯১, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৩নং)*

অন্য এক হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন,

((لَو لَمْ تَكُونُوا تُذنِبُونَ ، لَخَشِيت عَلَيْكُم مَا هُوَ أَكبَرُ مِنْهُ : الْعُجْب)).

"যদি তোমরা পাপ না করো, আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি এমন কিছুর, যা পাপ থেকেও বেশি ভয়ানক ঃ আত্মমুগ্ধতা।" *(বাযযার ৬৯৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭২৫৫নং)*

এর কারণ এই যে, পাপকে মানুষ নিজ দুর্বলতা ও নিজের কমতি জ্ঞান করে। আর তার ফলে মহান আল্লাহর কাছে সে তওবা-ইস্তিগফার ক'রে নেয়। পক্ষান্তরে আত্মমুগ্ধতা বা আমিত্বকে নিজ সদগুণ ও পরিপূর্ণতা ধারণা করে। আর তার ফলে নিজের সংশুদ্ধির প্রয়াস করে না।

মানুষ যদি আত্মমুগ্ধ হয়, তাহলে সে গর্ব ও অহমিকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। যার ফলে সে কোন উপদেষ্টার উপদেশকে গ্রাহ্য করে না। কারূনের সবচেয়ে বড় ভুল এটাই ছিল যে, সে নিজেকে বড় বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান ধারণা করত। এই জন্যই (উপদেশের পরেও) সে বলেছিল,

[إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ] {القصص:٧٨}

'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।'

(মহান আল্লাহ বলেন,) সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৮)

হযরত সালামাহ বিন আকওয়া' ﷺ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বাম হাতে খাবার খেল। তিনি বললেন, "তুমি তোমার ডান হাতে খাও।" সে বলল, 'আমি পারব না।' তখন তিনি বললেন, "তুমি যেন না পারো।" একমাত্র অহংকার তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি। *(মুসলিম ৫৩৮৭নং)*

যেহেতু সে ব্যক্তির আমিত্ব ও অহংকারের ঘোরে বেঘোর ছিল, সেহেতু সে নবী ﷺ-এর উপদেশ গ্রহণে সম্মত হলো না। আপনি যদি আপনার আশেপাশে দৃষ্টি ফেরান, তাহলে দেখতে পাবেন যে, বহু মানুষকে এই একই ভুলের জন্য শয়তান তাদেরকে মুসলিমদের জামাআত থেকে দূরে রেখেছে।

৭। অহংকার ও দাম্ভিকতা

যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আত্মমুগ্ধতার একটি পরিণতি অহংকার ও দাম্ভিকতা। এই অহংকার ও দাম্ভিকতাও শয়তানী প্ররোচনার একটি খুব বড় কারণ।

অনেক সময় কোন ব্যক্তি কোন অপর ব্যক্তি বা জামাআতের সাথে এই কারণে মিশতে চায় না যে, সে সেটাকে নিজের অপমান ধারণা করে।

কখনো কখনো মানুষ মতবিরোধ শুধু এই জন্য করে যে, সে অহংকার ও দাম্ভিকতায় বিভোল থাকে। না সে কারো কথাকে শ্রেষ্ঠ দেখতে চায়, আর না-ই সে নিজেকে কারো অধীন ভাবতে চায়। ইবলীসের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল এই অহংকার। যার পরিণামে সে দরবার থেকে বিতাড়িত গণ্য হয়েছিল।

মহান আল্লাহ তার ব্যাপারে বলেছেন,

[وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ] {البقرة:٣٤}

"যখন ফিরিশ্তাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদাহ কর।' তখন সকলেই সিজদাহ করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাহ করল না; সে অমান্য করল ও অহংকার প্রদর্শন করল। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।" (বাক্বারাহ ঃ ৩৪)

মানুষের দুর্বলতা থেকে শয়তান পরিপূর্ণ ফায়দা লুটতে থাকে। সে তা তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্ররোচনা স্বরূপ ব্যবহার ক'রে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا] {الإسراء:٥٣}

"আমার দাসদেরকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৩)

অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ নিজের সাথী অথবা কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর কথাকে হক জানা সত্ত্বেও শুধু এই জন্য কবুল করে না যে, তার অহংকার তাকে বাধা দিচ্ছে। বরং সে ব্যক্তি উল্টা তর্ক-বিতর্ক ও কাট-হুজ্জতিতে নেমে আসে। যার ফলে আপোসের মধ্যে মতবিরোধের দরজা উন্মুক্ত হয়। আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)এর বিরোধীদের এমনই আচরণ ছিল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] {غافر:٥٦}

"যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যা সফল হওয়ার নয়। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (মু'মিন ঃ ৫৬)

আয়াতের মর্মার্থ স্পষ্ট যে, এই আপনার বিরোধীরা, যারা আপনার কথা কবুল করছে না, উল্টে আপনার সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, এর অর্থ এই নয় যে, তারা হক বুঝতেই পারেনি। বরং বাস্তব তো এই যে, তারা হক ও দলীল-প্রমাণ ভালোভাবেই বোঝে। কিন্তু যেহেতু তাদের মনে অহংকার ও দাম্ভিকতার ব্যাধি রয়েছে, এই জন্য শয়তান ওদেরকে হক কবুল করতে দিচ্ছে না।

এই জন্য নবী করীম ﷺ নিজ উম্মতকে উক্ত খারাপ ব্যাধির ব্যাপারে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

((لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ)).

"যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন,

((إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ)) .

"নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম ২৭৫, তিরমিযী ১৯৯৯, আহমাদ ৩৭৮৯নং)*

আপনারা যদি আপনাদের আশেপাশে অগভীর দৃষ্টিও ফেরান, তাহলে দেখবেন যে, আজ আমাদের কাতারে (জামাআতে) ফাটল সৃষ্টির একটি অনেক বড় কারণ এই অহংকার। যেমন আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত ইয়াহুদীদের এই ঘৃণ্য আচরণ ছিল। এরই ফলে তারা হককে অস্বীকার করত এবং আপোসের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করত। এমনকি তারা আল্লাহর অলী ও নবীগণকে হত্যা পর্যন্ত করতেও পিছপা হতো না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ] {البقرة:٨٧}

"অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব (তওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারয়্যাম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (মু'জিযা) দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (বা জিব্রাঈল ফিরিশ্তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন কিছু নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। পরিশেষে একদলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা।" (বাক্বারাহ ঃ ৮৭)

তারা একদলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, যেমন হযরত ঈসা ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমাস সালাম)কে।

এবং একদলকে হত্যা করেছিল, যেমন হযরত যাকারিয়া ও য়্যাহয়্যা (আলাইহিমাস সালাম)কে।

৮। অন্ধ পক্ষপাতিত্ব

অন্ধ পক্ষপাতিত্ব? জী হ্যাঁ, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব। আপনারা খুব ভালো ক'রে জানেন যে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব কী? আর তা উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতার কত বড় কারণ?

এই অন্ধ পক্ষপাতিত্ব চাহে নিজ রায়ের জন্য হোক, যাকে আমরা আমিত্ব বা আত্মমুগ্ধতা বলতে পারি।

অথবা নিজ জামাআতের জন্য হোক অথবা নিজ মযহাবের জন্য হোক অথবা নিজ জাতির জন্য হোক, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব খুবই খারাপ জিনিস। যা উম্মতের শিকড়কে উই পোকার মতো খেয়ে ফেলে।

আল্লামা ইকবাল সত্যই বলেছেন,

'বৃক্ষ হল ফির্কাবন্দি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ফল তার,
এ হল সেই ফল, যা আদমকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে।'

অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফলেই মানুষ নিজ মযহাব ছাড়তে চায় না এবং সর্বৈবভাবে সেটাকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্ট করে।

অন্ধ পক্ষপাতিত্বের কারণেই আজ উম্মতে মুহাম্মাদী বহুসংখ্যক ফির্কা ও জামাআতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

অন্ধ পক্ষপাতিত্বের কারণেই একটি দল অন্য দলের প্রতি কত নির্যাতন চালিয়ে থাকে। কত আমানতকে নষ্ট করা হয়! এ কথা আপনারা ভালোরূপে অবগত আছেন।

এমনকি নবী ﷺ-এর কত সহীহ হাদীসকে যয়ীফ ও জাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। কত মনগড়া জাল হাদীসকে সহীহ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে!

অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফলেই কত আল্লাহর ওলীকে কলঙ্কিত করা হয়েছে এবং কত দ্বীনবিরোধীকে ইমামতের মর্যাদা দান করা হয়েছে।

সত্যই বলেছেন ইমাম আবূ শামাহ (রাহিমাহুল্লাহ), 'অন্ধানুকরণের একটি খুব বড় ক্ষতিকর দিক এই যে, তাতে পতিত হয়ে বান্দা আহলে ইল্মের প্রতি কুধারণার শিকার হয়ে যায়।'

যদি গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, উম্মতের মধ্যে (প্রাথমিক পর্যায়ের) বিচ্ছিন্নতা এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত উষমান ﷺ-এর হত্যাকান্ড বাড়াবাড়ির সাথে অন্ধ পক্ষপাতিত্বেরই পরিণাম ছিল।

৯। মুখ্য ও গৌণ বিষয়ে পার্থক্য না করা

মুখ্য ও গৌণ বিষয়ে পার্থক্য না করা অথবা কোন্ বিষয়ে মতভেদের জায়গা আছে এবং কোন্ বিষয়ে মতভেদ গ্রহণযোগ্য নয় অথবা কোন্ লোকেদের ভুলভ্রান্তি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোন লোকেদের ভুলভ্রান্তিতে নীরবতা বৈধ আছে, তা না জানা।

উল্লিখিত সকল বিষয় এবং উক্ত শ্রেণীর আরো অনেক বিষয়ের কারণে লোকেরা শয়তানের ফাঁদে পড়ে উম্মত ও জামাআতের মাঝে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দরোজা খুলে দিচ্ছে।

আমাদের বড় বড় আলেমগণ পূর্বে কোনভাবে নিজের বিরোধীর সাথে নিষ্পত্তি ক'রে নিতেন। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা একে অন্যকে কোনভাবেই সহ্য করার পক্ষপাতীই নয়। এই (কট্টরপন্থী) দরোজা দিয়েও শয়তান মধ্যখানে প্রবেশ ক'রে যায়। আজকের পরিবেশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, উভয় দল অথবা উভয় দাঈই আহলে হাদীস। উভয়ের মানহাজ (কর্মপদ্ধতি)ও অভিন্ন। কিন্তু শুধু এমন কিছু জিনিসের কারণে একে অন্যের প্রতি ভুল মন্তব্য ক'রে বসে আছেন, যে সব জিনিসে মতভেদের অবকাশ আছে।

আমি আপনাদের খোলাখুলিভাবে এ কথা বলছি এবং এ ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে যে, একজন দাঈকে আহলে হাদীসের তালিকা থেকে শুধু এই জন্য খারিজ করা হচ্ছে যে, তার সম্পর্ক কোন তাবলীগী জামাআতে জড়িত ব্যক্তিত্বের সাথে আছে। কারো উপর জামাআতে ইসলামীর সদস্য হওয়ার লেবেল কেবল এই জন্য লাগানো হচ্ছে যে, সে তাফহীমুল কুরআন (তফসীর) পড়ে অথবা নিজ ছাত্রদেরকে উক্ত তফসীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! এ ব্যাপারে আমাদের ধ্যান দেওয়া একান্ত আবশ্যক যে, কোন্ ধরনের মতভেদ গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ ধরনের মতভেদ গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি তাক্বলীদের পক্ষপাতী নই। আর না আমি অন্ধানুকরণ করাকে বৈধ মনে করি। কিন্তু তাক্বলীদকে নিয়ে আজকাল যে এত বড় সমস্যা খাড়া হয়েছে এবং প্রত্যেক ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আরবী অজানা প্রত্যেককে ইজতিহাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, আমি তারও পক্ষপাতী নই। আমি এ কথাও বৈধ মনে করি না যে, লোকেরা ইমামগণের সাথে কুধারণা রাখবে এবং তাঁদের সম্বন্ধে কোন কটূক্তি করবে।

আজ পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, উর্দু (বাংলা) পড়ে আলেম হওয়া লোকেরা বড় বড় উলামার সমালোচনা করছে। আজ তো সেই লোকেরা, যারা কোন দাওয়াত অফিস থেকে কোন দাওয়াতী কোর্স ক'রে নিয়েছে, তারা সকল শায়খদের শায়খ মিঞা নাযীর হুসাইন দেহলবী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তাঁর পূর্বের উলামা; যেমন হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রাহিমাহুমাল্লাহ) এবং তাঁদের ছাত্রদেরকে শুধু আহলে হাদীস মানে না, তাই নয়; বরং তাঁদের নামের সাথে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলা ও লেখার পক্ষপাতীও নয়!

নাযেশ প্রতাপগড়ী সত্যই বলেছেন,

'মাথা হিলিয়ে আবেগময় হৃদয়ের কথা,
আল্লাহ এখন রাখেন যদি আপনার মহফিলের কথা।
কত ঘৃণা হয় সৈকতের পরিস্থিতি থেকে,
কত আফসোসের সাথে আমরা সৈকতের কথা বলতাম।'

সাথীভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা তো চাই যে, তাক্বলীদ নিশ্চিহ্ন হোক এবং লোকে কিতাব ও সুন্নাহর নির্মল ঝরনা থেকে পিপাসা নিবারণ করুক। কিন্তু তাক্বলীদ দূর করার নামে স্বল্প ইলমের অধিকারী এবং আরবী ভাষায় মূর্খ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে মানসিক ভ্রষ্টাচারিতার সৃষ্টি হয়েছে, আমরা সেটাকেও ভালো মনে করছি না। বর্তমানে এমন লোকেরা বড় বড় আলেমদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি শুরু ক'রে দিয়েছে। বরং ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, একটি দাওয়াত অফিস থেকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)এর কিছু গ্রন্থ; যেমন 'যাদুল মাআদ'এর ৪র্থ খন্ডকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে! কারণ, তাতে কুরআন-হাদীসের দুআ সম্বলিত তাবীযকে বৈধ বলা হয়েছে। একেই বলা হয়, 'কানার হাতে লাঠি।'[৯]

---

(৯) (উদ্দেশ্য কুরআনী তাবীয বৈধ, এ কথার সমর্থন নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, এমন ইখতিলাফী বিষয়কে নিয়ে একজন ইমামের কিতাবকেই গায়েব ক'রে দেওয়া অন্যায়।)

মুখ্য ও গৌণ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন না করতে পারার ফলে যে সকল মতবিরোধ সামনে আসে, তার উদাহরণ তো অনেক আছে। কিন্তু যা এ বছর ১৪৪০হিঃ সনে রবীউল আওয়াল মাসে যা সামনে এসেছিল, তা পেশ করছি।

প্রথম উদাহরণঃ

রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম দিকে আমার মোবাইলে থেকে থেকে কয়েকবার একই কল আসে। কিন্তু আমি তা রিসিভ করতে পারিনি। কারণ, এই কল এমন সময়ে আসছিল, যখন

আমি সউদিয়ার বাইরে ছিলাম অথবা নামায বা দর্সে মশগুল ছিলাম। কালক্রমে একবার আসরের নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম, সেই সময় ঐ কল আবার আসল। রিসিভ করতেই শুনি, অন্য দিকে এক ভদ্র মহিলার কণ্ঠস্বর। তাঁর আওয়াজে পেরেশানি ও ঘাবড়ানি স্পষ্ট ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, শায়খ সাহেব! আপনার সীরাতের উপর দর্স থেকে উপকৃত হয়ে আমি আমার একটি দর্সে বয়ান করেছিলাম যে, হযরত খাদীজার সাথে যখন নবী করীম ﷺ-এর বিবাহ হয়, তখন সঠিক মতে হযরত খাদীজার বয়স তিরিশ বছরের কাছাকাছি ছিল। তিনি বলেন, আমার এই কথা বলার পর উপস্থিত মহিলারা আমার পিছনে পড়ে গেল। বলতে লাগল, 'এর দলীল কী? এ কথা কোন্ আলেমে লিখেছেন? আপনি এ কথা কোন্ কিতাব থেকে বললেন? আমরা তো এ পর্যন্ত পড়ে-শুনে আসছি যে, বিবাহের সময় মা খাদীজার বয়স চল্লিশ বছর ছিল।'

তিনি বলতেই থাকলেন, 'শায়খ সাহেব! আমি আপনার সাথে কয়েকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সক্ষম হইনি। এদিকে ঐ মহিলারা আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। দয়া ক'রে আমাকে উক্ত কথার হাওয়ালা বলে দিন।'

সারকথা এই যে, আমি ওনাকে হাওয়ালা দিয়ে দিলাম এবং এ কথাও বলে দিলাম যে, আমি দর্সে এর কারণও বিবৃত করেছি। পরন্তু এটা কোন এমন মাসআলা নয় যে, যাকে কেন্দ্র ক'রে আপোসে মতভেদ সৃষ্টি করা যাবে এবং একটি কল্যাণমূলক কর্মে বাধা খাড়া করা যাবে।

দ্বিতীয় উদাহরণঃ

দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ শহরে জুমআর খুতবার মাঝে এক খতীব সাহেব তাঁর বয়ানে বলেছিলেন যে, কুরাইশের কাফেরদের দাবী ও তাদের বারংবার ধমকানির মুখে যখন আবূ তালেব নবী করীম ﷺ-এর দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপারে নিজ পদ্ধতিতে নম্রতা এবং ভঙ্গিমায় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে আর্জি জানালেন, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম!

'এক হাতে যদি চাঁদ এনে দাও, আর হাতে আফতাব,
করিব না আমি জানিয়ো তোমরা সত্যের অপলাপ।'

খতীব সাহেবের এই বয়ান শুনে এক ব্যক্তি, যিনি একজন গণ্য আলেম এবং তাঁর নামের আগে পবিত্র ইলমী উপাধি যুক্ত করা হয়, তিনি কঠোরভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'এ কথা সহীহ (প্রমাণিত) নয়। তুমি এ কথা কেন বললে? বরং সঠিক ঘটনা এই ছিল।'

কথা এখানেই থেমে যায়নি। বরং উক্ত (মওলানা) সাহেব সোশ্যাল মিডিয়ায় খতীবের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরি ক'রে নিলেন এবং প্রোপাগান্ডা শুরু ক'রে দিলেন। যার কারণে আমাকেও টেলিফোন করা হল এবং তার বিশদ বিবরণ জিজ্ঞাসা করা হল। অথচ এটা কোন এমন মাসআলা ছিল না, যাকে ভিত্তি ক'রে কারো বদনাম করা যেতে পারে অথবা কাউকে ইমামতির অযোগ্য বলা যেতে পারে।

কেবল উপর্যুক্ত দুটি উদাহরণ থেকেই অনুমান ক'রে নিন যে, আমাদের পরিবেশে এই ব্যাপারে কত ত্রুটি বিদ্যমান আছে?

১০। পাপাচারে লিপ্ত হওয়া

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার আলোচ্য-চেইনের সর্বশেষ কড়া হল পাপাচার। পাপাচারিতা এমন একটি কাজ, যার মাধ্যমে শয়তান দুই ভাইয়ের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি ক'রে থাকে। এই পাপ বা গোনাহর কাজ চাহে ওয়াজেব ত্যাগ করার মাধ্যমে হোক, নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে হোক অথবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ফরয পালনে ত্রুটি ক'রে হোক।

আপনারা হয়তো অবাক হবেন যে, এটা কীভাবে হয়? কিন্তু এর দলীল হচ্ছে নবী ﷺ-এর বাণী, তিনি বলেছেন,

((مَا تَوَادَّ اثْنَانِ (فِي الله أو فِي الإسلَام) فَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا)).

"(আল্লাহর ওয়াস্তে বা ইসলামের ওয়াস্তে) দুইজন আপোসে ভালোবাসা কায়েম করার পরে যে ছাড়াছাড়ি হয়, তা একমাত্র কোন পাপের কারণে হয়, যা উভয়ের মধ্যে একজন সম্পাদন ক'রে থাকে।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৪০১, সঃ জামে' ৫৬০৩নং, আনাস হতে)*

মুসনাদে আহমাদে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا)).

"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! দুইজন আপোসে ভালোবাসা কায়েম করার পরে যে ছাড়াছাড়ি হয়, তা একমাত্র কোন পাপের কারণে হয়, যা উভয়ের মধ্যে একজন সম্পাদন ক'রে থাকে।" *(আহমাদ ৫৩৫৭নং)*

কুরআন মাজীদেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সূরা মাইদাহতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ] {المائدة:١٤}

"যারা বলে, 'আমরা নাসারা' (খ্রিষ্টান), তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে বসে। সুতরাং আমি তাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি। আর তারা যা করত, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।" (মায়িদাহ ঃ ১৪)

বুঝা গেল যে, আল্লাহর অঙ্গীকার ও উপদেশ ভুলে বসা এবং তাদের অসৎকর্মের প্রতিফল স্বরূপ মহান আল্লাহ তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন এবং তার ফলশ্রুতিতে তারা একে-অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, খ্রিস্টানদের কয়েকটি ফির্কা আছে, যেগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করে, এক দল অন্য দলকে 'কাফের' বলে এবং এক ফির্কা অন্য ফির্কার উপাসনালয়ে উপাসনা করে না।

মনে হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর উপরেও উক্ত সাজা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এ উম্মতও (ইলাহী হুকুম-আহকাম থেকে অপসরণ এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার বিনিময়ে) কয়েক ফির্কাতে বিভক্ত হয়ে গেছে, যাদের আপোসের (ঐক্যের) মাঝে অন্তরাল হয়েছে কঠিন মতভেদ ও বিদ্বেষের দেওয়াল।

(ফাল্লাহুল মুস্তাআন)

সমাপ্ত